আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া

কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

গবেষণা সিরিজ-২৪

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-২২২২২১১৫০/০২-৪৮৩১৬৭৪৯
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

যোগাযোগ
QRF Admin- 01944411560, 01755309907
QRF Dawah- 01979464717
Publication- 01972212045
QRF ICT- 01944411559
QRF Sales- 01944411551, 01977301511
QRF Cultural- 0197301504

ISBN Number : 978-984-35-1297-0

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৭
পঞ্চম সংস্করণ : অক্টোবর ২০২১

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৮০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
ক্রিয়েটিভ ডট
৩১/১ পুরানা পল্টন, শরীফ কমপ্লেক্স (৭ম তলা), ঢাকা- ১০০০
মোবাইল : ০১৮১১ ১২০২৯৩, ০১৭০১ ৩০৫৬১৫
ই-মেইল : creativedot8@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৩
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা	২৬
	৬.১. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হারিয়ে যাওয়ায় মানব সভ্যতার যে ক্ষতি হয়েছে	২৬
	৬.২. প্রচলিত এ ধারণা ও বিশ্বাস মানব সমাজে চালু হওয়ার সময়কাল	২৮
	৬.৩. 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয়' কথার উৎপত্তিস্থল	২৯
	৬.৪. 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সকল কিছু সংঘটিত হয়' কথাটির গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৩৫
	৬.৫. ইচ্ছা সম্পর্কিত আপাত বিরোধী আয়াত ও হাদীস নিয়ে সমস্যা	৪০
	৬.৬. ইচ্ছা সম্পর্কিত আপাত বিরোধী আয়াতের ও হাদীসের সমস্যার সমাধান	৪১
	৬.৭. আল্লাহর ইচ্ছার অর্থ আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম ধরলে পূর্বে উল্লিখিতসহ আরও কিছু আয়াত ও হাদীসের যে অর্থ ও ব্যাখ্যা দাঁড়ায়	৪৩
	৬.৮. যে সকল কারণে কুরআন ও হাদীসের 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির অর্থ আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম ধরা গ্রহণযোগ্য হবে	৫০
৭	'আল্লাহর অনুমতি' কথাটি ধারণকারী আয়াত ও হাদীসের প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা	৫১
	৭.১. 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতিতে সবকিছু হয়' কথাটির উৎপত্তিস্থল	৫১
	৭.২. 'আল্লাহর অনুমতি' কথাটি ধারণকারী আয়াত ও হাদীসের প্রচলিত ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৫৪

	৭.৩. 'আল্লাহর অনুমতি' কথাটি ধারণকারী আয়াত ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা	৫৪
	৭.৪. 'আল্লাহর অনুমতি' কথাটির অর্থ আল্লাহর অতাৎক্ষণিক তথা আল্লাহর তৈরি করা প্রোগ্রাম ধরলে পূর্বে উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসের যে ব্যাখ্যা দাঁড়ায়	৫৫
	৭.৫. 'আল্লাহর অনুমতি' কথাটি ধারণকারী আয়াত ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যাটি যে সকল কারণে গ্রহণযোগ্য হবে	৫৮
৮	'মন ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা দিয়ে দেওয়া' বক্তব্য সম্বলিত আয়াতের প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা	৫৯
	৮.১. 'মন ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা দিয়ে দেওয়া' আয়াত ও তার প্রচলিত ব্যাখ্যা	৫৯
	৮.২. আয়াতসমূহের প্রচলিত ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৬১
	৮.৩. আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানতে হলে যে বিষয়গুলো আগে বুঝতে হবে	৬২
	৮.৪. 'মন ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা দিয়ে দেওয়া' তথ্য ধারণকারী আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা	৬৭
৯	আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা, অনুমতি বা আদেশ তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম জানার উপায়	৬৯
১০	কুরআন ও সুন্নায় যে সকল বিষয়ের প্রোগ্রাম উল্লিখিত আছে তার কয়েকটি	৭৩
১১	আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া ধরনের কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা এতদিন উদ্‌ঘাটিত না হওয়ার মূল কারণ	৭৪
১২	কুরআন জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যার কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন উদ্ভাবিত (Discovered) মূলনীতি	৮০
১৩	শেষ কথা	৮২

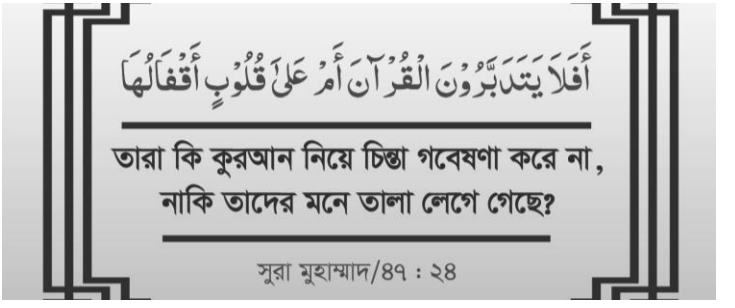

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলো কুরআন ও হাদীসে বিভিন্নভাবে অসংখ্যবার এসেছে। কথাগুলোর চালু হওয়া অসতর্ক ব্যাখ্যা হলো– মহাবিশ্বের সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় আল্লাহর (সৃষ্টিকর্তার) তাৎক্ষণিক ইচ্ছা, অনুমতি বা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যক্তির মনে মোহর মেরে দেওয়ার কারণে। কথাগুলোর অসতর্ক ব্যাখ্যা মুসলিম ও অমুসলিম সমাজের প্রায় সকলেই জানে ও বিশ্বাস করে। আল্লাহর ইচ্ছা কথাটির অসতর্ক ব্যাখ্যার আলোকে রচিত আমাদের দেশের জনপ্রিয় গানের একটি কলি হলো 'যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কী দোষ'। এখান থেকে বোঝা যায়, অসতর্ক এ ব্যাখ্যাটির খারাপ দিকের একটি হলো– দুষ্ট লোকদের খারাপ কাজ করার যুক্তি হাতে তুলে দেওয়া। অথচ কুরআন ও সুন্নাহ বিভিন্নভাবে জানিয়েছে ইসলাম মানুষকে সৎ বানাতে চায়। অন্যদিকে বলা হয়, 'কিছুর থেকে কিছু হয় না আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়'। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় কার্য সম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার বিরাট ভূমিকা আছে এবং কুরআন-সুন্নাহর অনেক বক্তব্যের মাধ্যমেও কথাটির সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা উন্মোচিত করা মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

পুস্তিকাটিতে আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা কী হবে তা কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ পর্যালোচনায় চূড়ান্তভাবে বের হয়ে আসা তথ্য হলো– মানুষের বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলো দুই ধরনের। তাৎক্ষণিক ও অতাৎক্ষণিক। তাৎক্ষণিক ইচ্ছা, অনুমতি, মোহর মেরে দেওয়া সংঘটিত হয় কার্য সম্পাদনের সময়। আর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা, অনুমতি, মোহর মেরে দেওয়া সংঘটিত হয় ব্যক্তির কর্ম সম্পাদনের পূর্বে তৈরি করে রাখা প্রোগ্রামের (বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন বা প্রাকৃতিক আইন) মাধ্যমে। কুরআনের প্রায় সব স্থানে ইচ্ছা, অনুমতি, মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলো দিয়ে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা, অনুমতি, মোহর মেরে দেওয়া তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইচ্ছা, অনুমতি, মোহর মেরে দেওয়াকে বুঝানো হয়েছে। আর প্রায় সব কার্য সম্পাদন হয় মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা এবং আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা, অনুমতি, মোহর মেরে দেওয়ার সমন্বয়ে।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদ : এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি মূল জ্ঞান নয়, বরং কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বা মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে কোনো ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয়। এটা আল্লাহ তা'য়ালা এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনো প্রকার ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। তাই, আল কুরআনে মানব জীবনের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) উল্লিখিত আছে। তাহাজ্জুদ সালাত রসুল (স.)-এর জন্য নফল তথা অতিরিক্ত ফরজ ছিল। ইসলামের অন্য সকল অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা কথার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর এটা নির্দ্ধারণ করা ছিল যে, তিনি মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যেসব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো– সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আরেকটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে[১] এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন- 'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে– কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'[২]

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন

১. সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৩, সুরা হুদ/১১ : ১, সুরা ফুসসিলাত/৪১ : ৩

২. ড. হুসাইন আয-যাহাভী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬

করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা অনুমোদন দিতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও কুরআনের বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۖ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ .

অনুবাদ : আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারতে।

(সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীস বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense/আকল/বিবেক (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

বিষয়টি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের গভীরভাবে জানা দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নে তুলে ধরা হলো–

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ-জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা (উৎস) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি/Common sense/عَقْلٌ/বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের ভিত্তিতে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানবজাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে সেগুলো সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয়– সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে– মহান আল্লাহর শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের কী লাভ?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি।[৩] পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– এগুলো হলো মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়, সাধারণ নৈতিকতা বা মানবাধিকারমূলক বিষয়। অন্যদিকে এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানব রুহের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

৩. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬; আছ-ছা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হাসসান ফী তাফসীরিল কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ১৮

তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৪]

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

অনুবাদ : (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না। (সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানেনি বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।[৫]

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১ নম্বর তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩ নম্বর তথ্যের মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

---

৪. عُلِّمَ শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা তানতাভী রহ. বলেন- আদম আ.-কে এমন জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো যা একজন শ্রবণকারীর ব্রেইনে উপস্থিত থাকে, আর তা তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। (মুহা. সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬)

এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের একদল বলেছেন- আদম আ.-এর কলবে সেই জ্ঞান নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (আন-নিশাপুরী, *আল-ওয়াজীজ ফী তাফসীরিল বিতাবিল আজীজ*, পৃ. ১০; জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *তাফসীরে জালালাইন*, খ. ১, পৃ. ৩৮)

৫. مَا لَمْ يَعْلَمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- এটি ঐ জ্ঞান যা আদম আ.-কে মহান আল্লাহ শিখিয়েছিলেন; যা সে পূর্বে জানতো না। (*তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস*, খ. ২, পৃ. ১৪৮; কুরতুবী, *আল-জামিউল লি আহকামিল কুর'আন*, খ. ২০, পৃ. ১১৩)

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا .

অনুবাদ : আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে উপরোল্লিখিত ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৬]

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

৬. যা দিয়ে সে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। (বিস্তারিত : শানকীতী, *আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন*, খ. ৯, পৃ. ১৮৯)

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো– এ ধরনের ব্যক্তি অসংখ্য মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা পারে না।[৭]

তথ্য-৫

. ... وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ : ... ... আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

অনুবাদ : তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে– যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতটি থেকে তাই বোঝা যায়, জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হবে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

---

৭. আলূসী, *রূহুল মাআনী*, খ. ৭, পৃ. ৫০।

সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে; যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নং- ৬৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির **'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে'** কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়– সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির **'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে'** অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়– Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়। তাই, Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান; প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ .... قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. وَقَالَ لاَ تَقْرَبْ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

অনুবাদ : *আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। তিনি আরও বলেন– আর পোষা গাধার গোশত এবং বিষ দাঁতওয়ালা শিকারীর গোশতের নিকটবর্তী হয়ো না।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (মুয়াস্সাসাতু কর্দোভা), হাদীস নং ১৭৭৭৭
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির **'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয়'** বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... حَدَّثَنَا رَوْحٌ ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

অনুবাদ : *ইমাম আহমাদ (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর- ২২২২০।
- হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির **'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে'** অংশ থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে, যা অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির **'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন'** অংশ থেকে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী বোঝা যায় যে– Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস থেকে সহজে জানা যায়– Common sense/আকল/বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎস।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

অনুবাদ : শীঘ্র আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।... ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense (আকল/বিবেক) ধারণকারী ব্যক্তিকে বোঝায়।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা'** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো–

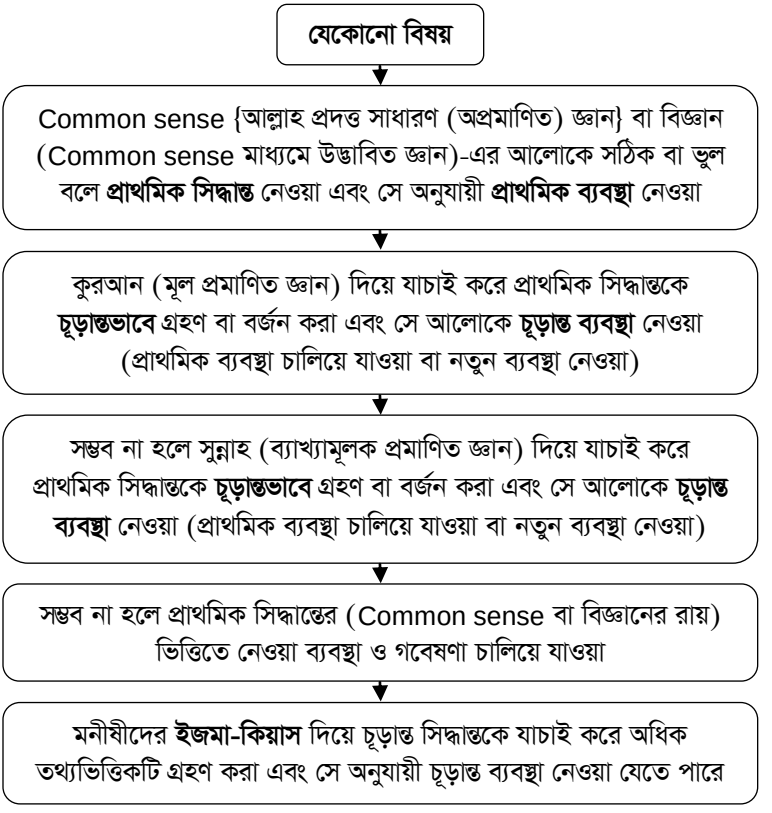

কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত
অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

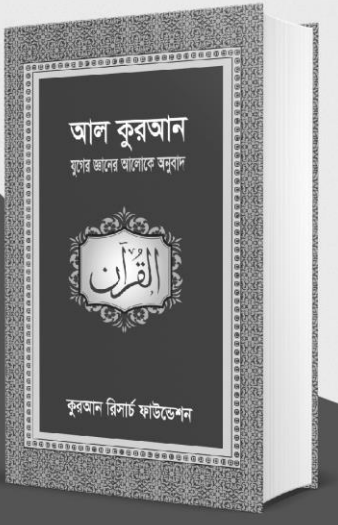

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের
আলোকে অনুবাদ

নিজে পড়ুন

**সকলকে পড়তে
উৎসাহিত করুন**

LEARN THE QUR'AN
QURAN RESEARCH FOUNDATION

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে
সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান

মূল বিষয়

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও পড়ে না। এ কথা বা এ ধরনের কথা শোনেনি এমন মুসলিম পৃথিবীতে আছে বলে আমার মনে হয় না। অর্থাৎ মুসলিম সমাজে বহুল প্রচারিত একটি বিশ্বাস হলো, মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনসহ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটে তার সবকিছু আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় ঘটে। মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা কর্মপ্রচেষ্টার সেখানে কোনো ভূমিকা নেই। আর এ ধারণা বিশ্বাসের কারণেই আমাদের এ অঞ্চলে যে গান জনপ্রিয় হয়েছে তার দুটি কলি হলো–

'এই যে দুনিয়া কীসের লাগিয়া কত যত্নে বানাইয়াছেন সাঁই
ছায়াবাজি পুতুলরূপে বানাইয়া মানুষ
যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কী দোষ'

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর বহুল প্রচারিত ব্যাখ্যাগুলোর সঠিকত্ব কুরআন, হাদীস ও Common sense/আকলের ভিত্তিতে যাচাই করা। আর সঠিক না হলে এ বিষয়ে সঠিক তথ্যটি কী তা উপস্থাপন করার মাধ্যমে মানব সভ্যতা, বিশেষ করে মুসলিম জাতির কাছে এর কল্যাণ পৌঁছে দেওয়া।

‘আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়’ তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

প্রথমে আমরা ‘আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়’ তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করবো। কারণ, এ কথাটি কুরআন ও হাদীসে সবচেয়ে বেশি বার (অসংখ্য বার) এসেছে। আর এটিই মানুষ সবচেয়ে বেশি জানে।

‘আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়’ তথ্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হারিয়ে যাওয়ায় মানব সভ্যতার যে ক্ষতি হয়েছে

‘আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়’ তথ্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হারিয়ে যাওয়ায় মানব সভ্যতার তিন ভাবে ক্ষতি হয়েছে-

১. বিশ্বমানতার সাধারণ ক্ষতি।
২. আল্লাহর কিতাবের বক্তব্য বুঝতে না পারার মহাক্ষতি।
৩. মুসলিম জাতির বিশেষ ক্ষতি।

১. বিশ্বমানতার সাধারণ ক্ষতি

দুষ্ট লোকেরা খারাপ কাজ করার যুক্তি খুঁজে পায়। তারা বলে, ‘সৃষ্টিকর্তা চান বলেইতো আমরা এ (খারাপ) কাজটি করছি’।

২. সৃষ্টিকর্তার কিতাবের (ঐশী গ্রন্থ) বক্তব্য বুঝতে না পারার মহাক্ষতি

আল্লাহর (গড/ভগবান) ইচ্ছা কথাটি ধারণকারী অসংখ্য বক্তব্য আল কুরআন ও অন্যান্য ঐশী গ্রন্থে আছে। ঐ সকল বক্তব্যের সঠিক অর্থ/ব্যাখ্যা বুঝতে না পারায়, বিভিন্ন দিক দিয়ে মানব সভ্যতার অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে।

৩. মুসলিম জাতির বিশেষ ক্ষতি

ক. সাধারণ মুসলিমরা কষ্টসাধ্য বা ত্যাগ স্বীকার করা লাগে এমন সৎকাজ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। কারণ তারা মনে করে নিয়েছে– কষ্ট করে বা ত্যাগ স্বীকার করে একটি কাজ করার পরও তার ফল আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হবে। তাই অযথা কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করার দরকার কী?

খ. বিজ্ঞানের সকল দিকে এক সময়ের শ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতি গবেষণা বন্ধ করে দিয়ে আজ বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে বিশ্বের অনেক জাতির তুলনায় ব্যাপকভাবে পিছিয়ে পড়েছে।

যেমন–

- চিকিৎসা বিদ্যায় গবেষণার ব্যাপারে তারা মনে করেছে কষ্ট করে গবেষণা করে নতুন নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি বা ঔষধ আবিষ্কার করার কী দরকার? রোগ ভালো হবে কি হবে না এটিতো সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।
- কষ্ট বা অর্থ খরচের মাধ্যমে গবেষণা করে উন্নতমানের যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করা মুসলিমরা অপ্রয়োজনীয় মনে করেছে। কারণ, তারা ধরে নিয়েছে যুদ্ধের ফলাফলতো আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তাই উন্নতমানের যুদ্ধাস্ত্র থাকলে ফলাফল যা হবে, না থাকলেও ফলাফল তাই হবে।

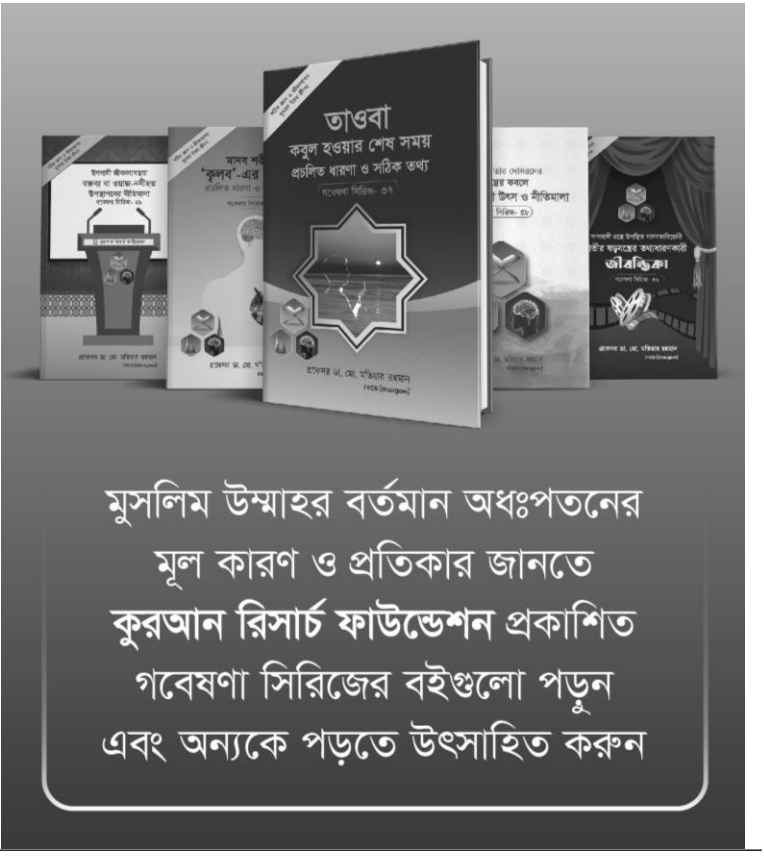

প্রচলিত এ ধারণা ও বিশ্বাস মানব সমাজে চালু হওয়ার সময়কাল

মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনসহ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটে তার সবকিছু আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় ঘটে। মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা কর্মপ্রচেষ্টার সেখানে কোনো ভূমিকা নেই। এ ধরনের ধারণা ও বিশ্বাস মানব সমাজে নতুন করে চালু হয়েছে তা নয়। আজ থেকে ১৫০০ (পনের শত) বছর আগে এবং তার পূর্বেও তা মানব সমাজে চালু ছিল।

এর প্রমাণ হলো–

তথ্য-১

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ .

অনুবাদ : আর মুশরিকরা বলে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা ও আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করতে পারতাম না এবং (তার অনুমতি ছাড়া) কোনো কিছু নিষিদ্ধও করতে পারতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরাও এরূপ করেছে। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে (এ বিষয়ে আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দেওয়া ছাড়া রসুলদের ওপর আর কোনো দায়িত্ব আছে কি?

(সুরা নাহল/১৬ : ৩৫)

তথ্য-২

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ؕ

অনুবাদ : শীঘ্রই মুশরিকরা বলবে, আল্লাহ যদি চাইতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শিরক করতে পারতাম না এবং আমরা কোনো কিছু হারামও করতে পারতাম না।

(সুরা আন'আম/৬ : ১৪৮)

এ সকল তথ্য হতে সহজেই বুঝা যায় রসুল মুহাম্মাদ (স.)-এর সময় ও তার আগেও এ ধারণা-বিশ্বাস মানব সমাজে চালু ছিল।

‘আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয়’ কথাটির উৎপত্তিস্থল

‘আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয়’ কথাটির উৎপত্তিস্থল হলো আল কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্যের অসতর্ক ব্যাখ্যা। চলুন এখন সে বক্তব্য ও ব্যাখ্যাগুলো পর্যালোচনা করা যাক।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ .

অনুবাদ : আর তোমাদের ইচ্ছায় কিছুই হয় না জগৎসমূহের রব আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া। (সুরা তাকভীর/৮১ : ২৯)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। আল্লাহ তা'য়ালার তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয়।

তথ্য-২

مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

অনুবাদ : আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপদগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা স্থায়ী পথের ওপর রাখেন। (সুরা আন'আম/৬ : ৩৯)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা স্থায়ী পথের ওপর রাখেন।

তথ্য-৩

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

অনুবাদ : বলো, রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক হে আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা রাষ্ট্রক্ষমতা দেন ও যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নেন এবং যাকে

ইচ্ছা সম্মানিত করেন ও যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন, সকল কল্যাণ আপনারই হাতে, নিশ্চয় আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ২৬)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালার তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতা পায় ও হারায়, সম্মান পায় ও অপমানিত হয়।

তথ্য-৪

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

অনুবাদ : অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। (সুরা বাকারা/২ : ২৮৪)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা নিজের তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় কাউকে মাফ করেন এবং কাউকে শাস্তি দেন।

তথ্য-৫

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ.

অনুবাদ : আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও তারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ঈমান আনতো না।

(সুরা আন'আম/৬ : ১১১)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : যত চেষ্টাই করা হোক না কেন আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না।

তথ্য-৬

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۤ . اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۡ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا .

অনুবাদ : আর কখনোই তুমি কোনো বিষয়ে বলো না আমি তা আগামীকাল করবো। **এ (কথা বলা) ছাড়া যে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন।** যদি ভুলে যাও তবে তোমার রবকে স্মরণ করো এবং বলো (দোয়া করো) সম্ভবত আমার রব আমাকে এ কাজে সফল হওয়ার নিখুঁত অবস্থানটির নিকটতর কোনো অবস্থানে পৌঁছার পথ দেখাবেন। (সুরা কাহাফ/১৮ : ২৩ ও ২৪)

বোল্ড করা অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে ইচ্ছা না করলে মানুষ কিছুই নির্ভুলভাবে করতে পারে না।

তথ্য-৭

وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ

অনুবাদ : আর আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলতে ইচ্ছা করেন তার জন্য আল্লাহর কাছে তোমার কিছুই করার নেই। ওরাই তারা যাদের মনকে আল্লাহ সত্য বোঝা, গ্রহণ ও পালন করার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন করতে চান না।

(সুরা মায়েদা/৫ : ৪১)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে যাকে বিভ্রান্তিতে ফেলতে ইচ্ছা কনেন, তাকে কোনো মানুষ এমনকি রসুল (স.)-ও বাঁচাতে পারে না।

তথ্য-৮

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ

অনুবাদ : আকাশসমূহ ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই কাছে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযিক বর্ধিত করেন এবং (তা) তিনি করেন নিজ তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী।

(সুরা শুরা/৪২ : ১২)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে যাকে চান ব্যাপকভাবে জীবিকা দেন আর যাকে চান পরিমিত দেন।

তথ্য-৯

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ

অনুবাদ : তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না।

(সুরা বাকারা/২ : ২৫৫)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহর জানা বিষয় থেকে মানুষ শুধু ততটুকু জানতে পারে যতটুকু তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ইচ্ছা করেন।

তথ্য-১০

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না, আর এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।

(সুরা নিসা/৪ : ৪৮ ও ১১৬)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহ নিজের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা মতো মানুষের গুনাহ মাফ করেন।

তথ্য-১১

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ .

অনুবাদ : বলো, আমার নিজের ভালো-মন্দের ওপর আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া। প্রত্যেক জাতির একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাদের সে সময় আসবে তখন তারা তা এক মুহূর্তও পিছাতে পারবে না, আবার এক মুহূর্তও আগাতে পারবে না।

(সুরা ইউনুস/১০ : ৪৯)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ছাড়া কোনো মানুষ এমনকি রসুল (স.) কারও উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না।

তথ্য-১২

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ .

অনুবাদ : আমরা যাকে ইচ্ছা উচ্চতর মর্যাদা দান করি, নিশ্চয়ই তোমার রব মহাবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।

(সুরা আন'আম/৬ : ৮৩)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষ উচ্চ মর্যাদা পায়।

তথ্য-১৩

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

অনুবাদ : (হে নবী) বলো– নিশ্চয় মর্যাদা (কারো ওপর কিতাব নাযিল করে তাকে মর্যাদা দেওয়া) আল্লাহরই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তা প্রদান করেন।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ৭৩)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষ সকল কল্যাণ (সম্মান, মর্যাদা, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) পায়।

তথ্য-১৪

اَوۡ يُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجۡعَلُ مَنۡ يَّشَآءُ عَقِيۡمًا ؕ

অনুবাদ : অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই, আবার যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা।

(সুরা শুরা/৪২ : ৫০)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে যাকে চান পুত্র ও কন্যা উভয় ধরনের সন্তান দেন, আর যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ... ...عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ: يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ! ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ، فَقُلْتُ يَانَبِيَّ اللهِ! آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ نَعَمْ، اِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ .

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হান্নাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন, প্রায়ই রসুলুল্লাহ (স.) এই দোয়া করতেন– হে অন্তর (মন) পরিবর্তনকারী আল্লাহ, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর মজবুত রাখো। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনাতে এবং আপনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তাতে বিশ্বাস করেছি। আপনি কি আমাদের সম্পর্কে ভয় করেন? উত্তরে তিনি বললেন– হ্যাঁ। কেননা, সকল মন আল্লাহ্ তা'আলার আঙুলসমূহের দুইটি আঙুলের মধ্যে রয়েছে (অধিকারে রয়েছে)। তিনি নিজের ইচ্ছা মতো তা পরিবর্তন করে থাকেন।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২১৪০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা নিজের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা মতো অন্তর (মন) পরিবর্তন করেন।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের মতো আরও আয়াত ও হাদীস রয়েছে। এ ধরনের আয়াত ও হাদীসের প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে যে কথা মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে তা হলো– মানুষের ঈমান আনা বা

না আনা, যে কোনো কাজে সফল হওয়া বা না হওয়া, রাজত্ব (শাসন ক্ষমতা), সম্মান, রিজিক পাওয়া বা না পাওয়া, জন্ম-মৃত্যু, জান্নাত ও জাহান্নাম প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়সহ মহাবিশ্বে সংঘটিত হওয়া সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা মহান আল্লাহর তাৎক্ষণিক (Instantaneous) ইচ্ছা অনুযায়ী হয়। অর্থাৎ আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সকল কিছু সংঘটিত হয়। মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার সেখানে কোনো ভূমিকা নেই। আল্লাহর ঐ ইচ্ছা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।

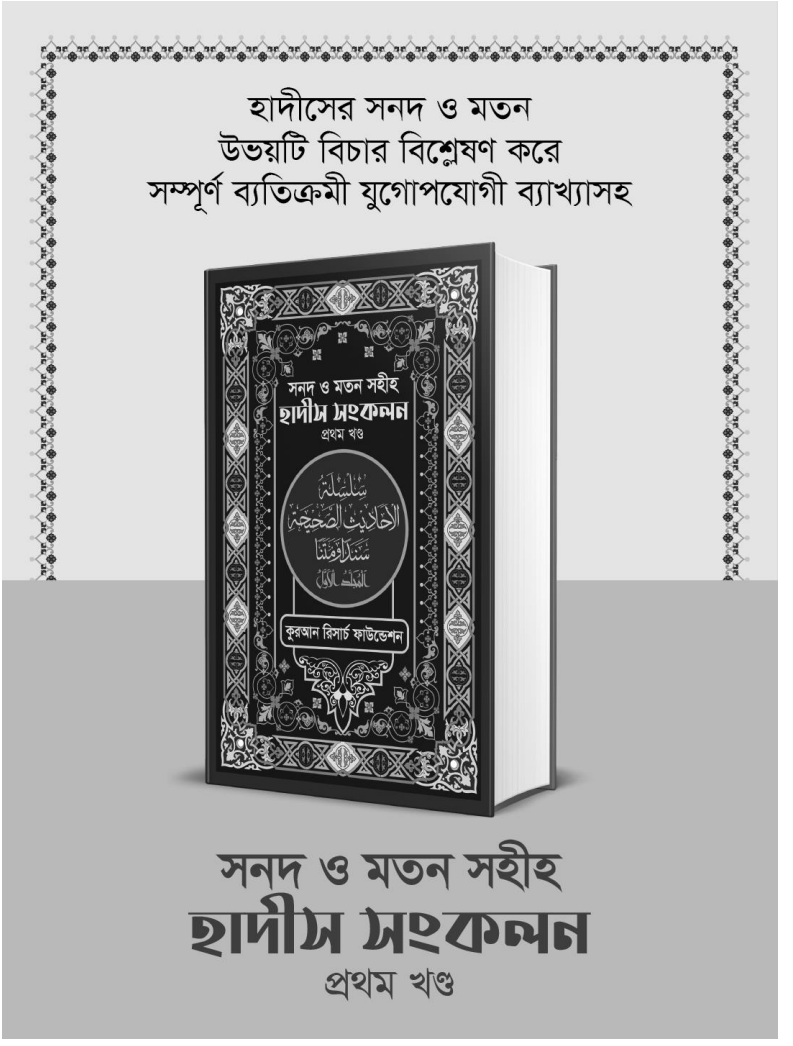

‘আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সকল কিছু সংঘটিত হয়’ কথাটির গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

চলুন এখন ‘আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সকল কিছু সংঘটিত হয়’ প্রচলিত এ ধারণাটির সঠিকত্ব নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালার আলোকে পর্যালোচনা করা যাক–

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

❑ মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার মূল্য না থাকার দৃষ্টিকোণ

প্রচলিত কথাটি সঠিক হলে কার্য সম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার কোনো মূল্য বা ভূমিকা থাকে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি মানুষ ইচ্ছা এবং চেষ্টা না করলে কোনো কিছু ঘটে না। আবার ইচ্ছা ও চেষ্টার ধরনের ভিত্তিতে সকল কাজের সফলতা ও ব্যর্থতা বা সফলতা ও ব্যর্থতার মাত্রা নির্ভর করে। তাই সকল কিছুর পরিণতি পূর্বনির্ধারিত কথাটি সম্পূর্ণ বাস্তবতা বা Common sense/আকল বিরোধী।

তাই ‘আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষের ও মহাবিশ্বের সকল কিছু সংঘটিত হয়’ Common sense/আকলের দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি সঠিক নয়।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়-বিচারক হওয়ার দৃষ্টিকোণ

আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষের সকল কিছু সংঘটিত হলে তথা কার্য সম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার মূল্য না থাকলে, কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে, সফল হলে মানুষকে পুরস্কৃত করা (জান্নাত দেওয়া) এবং ব্যর্থ হলে মানুষকে শাস্তি দেওয়া (জাহান্নামে পাঠানো) চরম অবিচার হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো ন্যায়-বিচারক।

তাই Common sense/আকলের এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়, আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষের সকল কিছু সংঘটিত হয় এ ধারণাটি সঠিক নয়।

** ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী একটি বিষয় সম্পর্কে Common sense/আকলের রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে সহজেই বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষের ও মহাবিশ্বের সকল কিছু সংঘটিত হয়' প্রচলিত এ কথাটি সঠিক নয়।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ

অনুবাদ : আরও এই যে, মানুষের জন্য কিছুই নেই যার জন্য সে চেষ্টা করে না (মানুষ শুধু তাই পায় যা সে চেষ্টা করে)।

(সুরা নাজম/৫৩ : ৩৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে মানুষ নিজে চেষ্টা না করলে কিছুই পায় না। অন্যদিকে আল্লাহর ইচ্ছা লাগার কথা এখানে উল্লেখই করা হয়নি।

তথ্য-২

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ ... ...

অনুবাদ : আর তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। ... ...

(সুরা শুরা/৪২ : ৩০)

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় মানুষের ওপর যে বিপদ আসে তা তাদের নিজ কর্মের ফল। অর্থাৎ মহান আল্লাহ এখানে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন, ব্যক্তি বা সামষ্টিক মানুষের ওপর যে বিপদ আসে তা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছার কারণে আসে এমনটি সঠিক নয়। ঐ বিপদ আসে মানুষের ভুল কর্মপদ্ধতির কারণে।

তথ্য-৩

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ ... ...

অনুবাদ : মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। ...

(সুরা রুম/৩০ : ৪১)

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে, মানুষের ওপর এবং মহাবিশ্বে যে অরাজকতা তথা বিপদ-আপদ আসে তা মানুষের কর্মের ফল। এখানেও বিপদ-আপদ আল্লাহর ইচ্ছায় আসার কথা অনুপস্থিত।

তথ্য-৪

وَمَآ اَصَابَكَ مِنۡ سَيِّئَةٍ فَمِنۡ نَّفۡسِكَ ؕ

অনুবাদ : আর তোমার যা অকল্যাণ হয় তা নিজের পক্ষ থেকে।

(সুরা নিসা/৪ : ৭৯)

ব্যাখ্যা : এখানেও আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছায় অকল্যাণ আসে বলা হয়নি।

তথ্য-৫

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ ؕ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।

(সুরা রাদ/১৩ : ১১)

ব্যাখ্যা : এখানে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয়েছে জাতির অবস্থার পরিবর্তন জাতির লোকদের নিজ ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে।

তথ্য-৬

وَلَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ اِلَّا عَلَيۡهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزۡرَ اُخۡرٰى

অনুবাদ : আর প্রত্যেক ব্যক্তি (তা থেকে) কিছুই অর্জন করে না যা তার ওপর বর্তায় না (আর প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী), আর কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না।

(সুরা আন'আম/৬ : ১৬৪)

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে– ব্যক্তি যা অর্জন করে তা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় ঘটে ব্যাপারটি মোটেই এমন নয়। বরং ব্যক্তি যা অর্জন করে তার জন্য সে নিজেই দায়ী। কারণ ঐটি তার নিজ কর্মের জন্যই হয়।

♦♦ আল কুরআনের এ সকল আয়াতসহ আরও আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে– 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষ ও মহাবিশ্বের সকল কিছু সংঘটিত হয়, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার সেখানে কোনো ভূমিকা নেই' কথাটি একেবারেই সঠিক নয়।

** ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী একটি বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense/আকলের রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে সহজেই বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষের ও মহাবিশ্বের সকল কিছু সংঘটিত হয়' প্রচলিত এ কথাটি সঠিক নয়।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ ابن حبان... ... ...أخبرنا الحسين بن عبدالله القطان ...

... ...عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال : قال رجل للنبي ﷺ

أرسل ناقتي وأتوكل ؟ قال : اعقلها وتوكل.

অনুবাদ : *ইবন হিব্বান (রহ.) আমর ইবন উমাইয়া (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হুসাইন ইবন আব্দিল্লাহ আল-ক্বাত্তান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আমর ইবন উমাইয়া (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বললেন– আমি আমার উটকে ছেড়ে দিয়ে তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা করবো? রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– আগে উট বাঁধো তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা করো।

- ইবন হিব্বান, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭৩১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসুল (স.) এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন উট হারিয়ে না যাওয়ার ব্যাপারে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে দোয়া করলে চলবে না। প্রথমে উটকে ভালোভাবে বাঁধতে হবে। তারপর আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। তাই, এ হাদীসটির মাধ্যমে জানা যায়– সকল কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় প্রচারণাটি সঠিক নয়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ البخاري... ... ... أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ... ...

...عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ

دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ : أَيْ عَمِّ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ : يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى كَانَ آخِرُ شَىْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ. فَنَزَلَتْ (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) وَنَزَلَتْ (إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) মুসাইয়্যাব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল আলা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* মুসাইয়্যাব (রা.) বলেছেন, যখন আবু তালেবের মৃত্যু উপস্থিত হলো তখন রসুল (স.) তার কাছে আসলেন। সে সময় তার সামনে আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনু আবু উমাইয়াও ছিল। তিনি বললেন হে চাচাজান আপনি একবার বলুন– لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ । আমি তাই নিয়ে আল্লাহর কাছে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবো (সাফায়াত করবো)।

তখন আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনু আবু উমাইয়া বললো– হে আবু তালিব, আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে সরে যাবেন? তারা সর্বক্ষণই এ কথা বলতে থাকল। শেষ পর্যন্ত তার মুখ দিয়ে শেষ শব্দ যা বের হয়ে ছিল তা ছিল– আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপর মৃত্যুবরণ করছি।

তখন রসুল (স.) বললেন– আমি আপনার জন্য অবশ্যই অবশ্যই মাগফিরাত চাইবো যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয়। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়–

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَ لَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ .

(আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যখন তাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী)

(সুরা তাওবা/৯ : ১১৩)

আর এ আয়াতও অবতীর্ণ হয়–

إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ... ...

(নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাসো (চাইলেই) তাকে সঠিক পথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথপ্রদর্শন করেন)

(সুরা কাসাস/২৮ : ৫৬)

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩৮৮৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ইচ্ছা সম্পর্কিত আপাত বিরোধী আয়াত ও হাদীস নিয়ে সমস্যা

আমরা দেখতে পেলাম, 'ইচ্ছা' সম্পর্কিত আপাত বিরোধী আয়াত আছে। কিন্তু আল কুরআন বলছে–

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا .

অনুবাদ : অথচ তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তবে নিঃসন্দেহে তারা তাতে অনেক পরস্পর বিরোধিতা (পরস্পর বিরোধী বক্তব্য) পেতো।

(সুরা নিসা/৪ : ৮২)

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ .

অনুবাদ : আর নিশ্চয় যারা কিতাবের মধ্যে (পরস্পর) বিরোধিতা (আবিষ্কার) করেছে তারা অবশ্যই জেদের বশবর্তী হয়ে (সত্য হতে) অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

(সুরা বাকারা/২ : ১৭৬)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ দুটি আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আল কুরআনে পরস্পর বিরোধী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো বক্তব্য নেই।

তাই আল কুরআন (ও হাদীসে) ইচ্ছা সম্পর্কিত আপাত বিরোধী বক্তব্য থাকা এক বিরাট সমস্যা। আমাদের এ সমাস্যার সমাধান করতে হবে। অর্থাৎ ইচ্ছা সম্পর্কিত আয়াতের (ও হাদীসের) এমন অর্থ ও ব্যাখ্যা বের করতে হবে যা পরস্পর সম্পূরক হবে।

ইচ্ছা সম্পর্কিত আপাত বিরোধী আয়াতের ও হাদীসের সমস্যার সমাধান

একটি কাজ সম্পাদনের সাথে সম্পৃক্ত 'ইচ্ছা' দুই ধরনের হয়–

১. তাৎক্ষণিক (Instantaneous) ইচ্ছা।

২. অতাৎক্ষণিক (Non-inistantaneous) ইচ্ছা।

তাৎক্ষণিক ইচ্ছা : এ ধরনের 'ইচ্ছা' করা হয় কাজ শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে।

অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা : এ ধরনের 'ইচ্ছা' করা হয় কাজ শুরু হওয়ার অনেক আগে। আর এটি প্রয়োগ করা হয় প্রোগ্রামের (বিধি-বিধান, আইন-কানুন, দিক-নির্দেশনা, প্রাকৃতিক আইন, পরিচালনা পদ্ধতি ইত্যাদি) মাধ্যমে।

উদাহরণ

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে। ধরুন একটি রেডিও। রেডিটির একটি চালু করার ও একটি বন্ধ করার বোতাম (on/off button) আছে। এক ব্যক্তি চায় রেডিওটি অন করতে। এ জন্য সে বন্ধ করার বোতামে চাপ দিচ্ছে। এতে রেডিও অন হচ্ছে না। কার ইচ্ছায় এমনটি হচ্ছে? নিশ্চয়ই ব্যক্তিটির ইচ্ছায় নয়। কারণ সেতো রেডিওটি অন করতে চায়। রেডিওটি অন হচ্ছে না সেটির প্রস্তুতকারী প্রকৌশলীর (Engineer) ইচ্ছায়। কিন্তু প্রকৌশলী তাৎক্ষণিকভাবে ইচ্ছাটি করছেন না। এটি হচ্ছে তাঁর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায়। অর্থাৎ তার পূর্বে নির্ধারণ করে রাখা প্রোগ্রাম (Programme) বা পরিচালনা পদ্ধতির কারণে। রেডিওটি তৈরি করার সময় প্রকৌশলী প্রোগ্রাম নির্ধারণ করে নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ করে রেখেছেন।

তাই–

১. কোনো ব্যক্তির সঠিক বোতামে চাপ দেওয়ার পর রেডিও চালু হওয়ার ব্যাখ্যা হলো– প্রকৌশলীর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা এবং ব্যক্তির তাৎক্ষণিক ইচ্ছা মিলে যাওয়ায় রেডিওটি চালু হওয়া।

২. কোনো ব্যক্তির ভুল বোতামে চাপ দেওয়ার পর রেডিওটি চালু না হওয়ার ব্যাখ্যা হলো– প্রকৌশলীর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছার সাথে ব্যক্তির তাৎক্ষণিক ইচ্ছা না মিলায় রেডিওটি চালু না হওয়া।

আল্লাহ তা'য়ালা মহাবিশ্ব সৃষ্টির ৫০,০০০ বছর পূর্বে সকল কিছুর জন্য দুই ধরনের প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান, আইন-কানুন, দিক-নির্দেশনা, প্রাকৃতিক আইন, পরিচালনা পদ্ধতি ইত্যাদি) করে রেখেছেন–

১. সফল হওয়ার প্রোগ্রাম।
২. ব্যর্থ হওয়ার প্রোগ্রাম।

এ তথ্যটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۚ .

অনুবাদ : আর আমরা তাকে (মানুষকে) উভয় (সঠিক ও ভুল) পথের পথনির্দেশ করেছি (প্রোগ্রাম জানিয়ে দিয়েছি)।

(সুরা বালাদ/৯০ : ১০)

তাই–

১. **একটি কাজ সফল হয় তখন যখন–** ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও কর্ম প্রচেষ্টা ঐ কাজের আল্লাহর তৈরি সফল হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রয়োগ করে।
   অর্থাৎ সফলতার অর্থ হলো– মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্ম প্রচেষ্টা, আল্লাহর তৈরি সফলতামূলক অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা সফলতামূলক প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রয়োগ করা।
২. **একটি কাজ ব্যর্থ হয় তখন যখন–** ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও কর্ম প্রচেষ্টা ঐ কাজের আল্লাহর তৈরি ব্যর্থতামূলক অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা ব্যর্থতামূলক প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রয়োগ করে।
   অর্থাৎ ব্যর্থতার অর্থ হলো– মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্ম প্রচেষ্টা, আল্লাহর ব্যর্থতামূলক অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা ব্যর্থতামূলক প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রয়োগ করা।

তাই, মানুষের করা একটি কাজ–

১. **সফল হওয়ার অর্থ হলো** আল্লাহর নির্ধারণ করে রাখা সফল হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজটি করার দরুন সফল হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছার সাথে মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা মিলিত হয়ে কাজটি সফল হওয়া।
২. **ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হলো** আল্লাহর নির্ধারণ করে রাখা ব্যর্থ হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজটি করার দরুন ব্যর্থ হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা এবং মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা মিলিত হয়ে কাজটি ব্যর্থ হওয়া।

আল্লাহর ইচ্ছার অর্থ আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম ধরলে পূর্বে উল্লিখিতসহ আরও কিছু আয়াত ও হাদীসের যে অর্থ ও ব্যাখ্যা দাঁড়ায়

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ .

অনুবাদ : আর তোমাদের ইচ্ছায় কিছুই হয় না জগৎসমূহের রব আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া।

(সুরা তাকভীর/৮১ : ২৯)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় ঘটনা-দুর্ঘটনা, সফলতা, ব্যর্থতা কিছুই সংঘটিত হয় না। বরং–

১. ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় যখন আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োগ হয়।

২. কাজ সফল হয় যখন মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা, আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা কাজ সফল হওয়ার আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী/অনুসরণ করে পালন করা হয়।

৩. কাজ ব্যর্থ হয় যখন মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা, আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা কাজ ব্যর্থ হওয়ার আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী/অনুসরণ করে পালন করা হয়।

তথ্য-২

مَنْ يَشَإِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ۖ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

অনুবাদ : আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপদগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা স্থায়ী পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

(সুরা আন'আম/৬ : ৩৯)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি বিপথগামী হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী নিজ তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় চলার কারণে মানুষ বিপথগামী হয় এবং আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি স্থায়ী পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী নিজ তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় চলার কারণে মানুষ স্থায়ী পথ পায়।

তথ্য-৩

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۭ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۭ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

অনুবাদ : বলো, রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক হে আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা রাষ্ট্রক্ষমতা দেন ও যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন ও যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন, সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে, নিশ্চয় আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ২৬)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : আয়াতটির পুস্তিকার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত অংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো–

১. আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করায় মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতা পায়।

২. আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি রাষ্ট্রক্ষমতা হারানোর প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করায় মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতা হারায়।

৩. আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি সম্মান পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করায় মানুষ সম্মান পায়।

৪. আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি অপমানিত হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করলে মানুষ অপমানিত হয়।

তথ্য-৪

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۭ

অনুবাদ : অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন।

(সুরা বাকারা/২ : ২৮৪)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : অতঃপর আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি করা ও জানিয়ে দেওয়া–

- ক্ষমা পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী যে চেষ্টা-সাধনা করে সে ক্ষমা পায়।
- শাস্তি পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী যে কাজ করে সে শাস্তি পায়।

তথ্য-৫

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।

(সুরা রাদ/১৩ : ১১)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : নিশ্চয় আল্লাহ তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় কোনো সম্প্রদায়ের (জাতি) অবস্থা পরিবর্তন করেন না। সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন হয় যখন আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী সম্প্রদায়ের লোকেরা চেষ্টা করে।

তথ্য-৬

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ... ...

সরল অনুবাদ : আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও তারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ঈমান আনতো না। ... ...

(সুরা আন'আম/৬ : ১১১)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : ফেরেশতা নাযিল হলে, মৃত মানুষদের সাথে কথা হলে বা সকল বস্তুকে সম্মুখে উপস্থিত করলেও ব্যক্তি মানুষ ঈমান আনতে পারবে না যদি আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি ঈমান আনার প্রোগ্রাম অনুসরণ করে সে চেষ্টা না করে।

তথ্য-৭

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا . اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا .

অনুবাদ : আর কখনো তুমি কোনো বিষয়ে বলো না আমি আগামীকাল অমুক কাজটি করবো। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া। যদি ভুলে যাও তবে তোমার রবকে স্মরণ করো এবং বলো সম্ভবত আমার রব আমাকে এ কাজে সফল হওয়ার শতভাগ সঠিক অবস্থানটির কাছাকাছি অবস্থানে পৌঁছার পথ দেখাবেন।

(সুরা কাহাফ/১৮ : ২৩ ও ২৪)

আয়াতটির অংশভিত্তিক প্রকৃত ব্যাখ্যা

'কখনো তুমি কোনো বিষয়ে বলো না আমি আগামীকাল অমুক কাজটি করবো' অংশের ব্যাখ্যা : রসুলুল্লাহ (স.) ও মানুষের জন্য বলা নিষেধ যে, আমি আগামীকাল অমুক কাজটি শতভাগ সঠিকভাবে পালন করবো।

'আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া' অংশের ব্যাখ্যা : একটি কাজ শতভাগ নির্ভুলভাবে পালন করতে হলে সেটিকে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামে থাকা সকল অনুঘটককে (Factor) শতভাগ সঠিকভাবে পালন করতে হবে। এটি কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

'যদি ভুলে যাও তবে ... ... আমাকে এ কাজে সফল হওয়ার শতভাগ সঠিক অবস্থানটির কাছাকাছি অবস্থানে পৌঁছার পথ দেখাবেন' অংশের ব্যাখ্যা : একটি কাজ পালন করার সময়, আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামে থাকা শতভাগ সঠিক অবস্থানটির কাছাকাছি অবস্থানে থেকে পালন করার তৌফিক দিতে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।

তথ্য-৮

وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ

অনুবাদ : আর আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলতে ইচ্ছা করেন তার জন্য আল্লাহর কাছে তোমার কিছুই করার নেই। ওরাই তারা যাদের মনকে আল্লাহ কলুষমুক্ত করতে চান না।

(সুরা মায়েদা/৫ : ৪১)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি পরীক্ষায় পড়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী নিজ তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মচেষ্টায় যে পরীক্ষায় পড়ে, রসুল (স.)-সহ কেউ তাকে পরীক্ষায় পড়া হতে বাঁচাতে পারে না। এরাই সেই লোক যাদের মন আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কলুষমুক্ত হয় না।

তথ্য-৯

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ

অনুবাদ : তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং (তা) তিনি করেন নিজ তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী। (সুরা শুরা/৪২ : ১২)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষ অধিক রিজিক পায়। আর এটি ঘটে আল্লাহর তৈরি অধিক রিজিক পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী মানুষের চেষ্টা করার ফলে।

তথ্য-১০

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ

অনুবাদ : তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা অর্জন করতে পারে না।

(সুরা বাকারা/২ : ২৫৫)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা না করলে মানুষ আল্লাহর জ্ঞানের কিছুই অর্জন করতে পারে না।

তথ্য-১১

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا.

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না। আর এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরিক করলো সে অতিবড়ো এক গুনাহ রচনা করলো।

(সুরা নিসা/৪ : ৪৮ ও ১১৬)

আয়াতটির অংশভিত্তিক প্রকৃত ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না' অংশের ব্যাখ্যা : নিশ্চয় আল্লাহ শিরক সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া ক্ষমা করেন না।

'আর এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন' অংশের ব্যাখ্যা : শিরক সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ ছাড়া অন্য গুনাহ (শিরক সম্পর্কিত মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ) তাঁর তৈরি করা ও জানিয়ে দেওয়া মাফ পাওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করলে মানুষ মাফ পেয়ে যাবে।

'আর যে আল্লাহর সাথে শরিক করলো সে অতিবড়ো এক গুনাহ রচনা করলো' অংশের ব্যাখ্যা : আল্লাহর সাথে শরিক করা অতিবড়ো গুনাহ।

তথ্য-১২

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ

অনুবাদ : বলো, আমার নিজের ভালো-মন্দের ওপর আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া।

(সুরা ইউনুস/১০ : ৪৯)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : নিজের ভালো-মন্দের ওপর রসুলুল্লাহসহ (স.) মানুষের সরাসরি কোনো কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা বা কাজ করার দরুন মানুষের ভালো বা মন্দ হয়।

তথ্য-১৩

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ .

অনুবাদ : আমরা যাকে ইচ্ছা উচ্চতর মর্যাদা দান করি, নিশ্চয়ই তোমার রব মহাবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।

(সুরা আন'আম/৬ : ৮৩)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করার ফলে মানুষ উচ্চতর মর্যাদা পায়। নিশ্চয় তোমার রব অতীব জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।

তথ্য-১৪

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ

অনুবাদ : অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা তাকে করেন বন্ধ্যা।

(সুরা শুরা/৪২ : ৫০)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কেউ পুত্র ও কন্যা উভয় ধরনের সন্তান লাভ করে। আবার কেউ বন্ধ্যা হয়।

তথ্য-১৫

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

অনুবাদ : নিশ্চয় তুমি (রসুলুল্লাহ স.) যাকে ভালোবাসো (চাইলেই) তাকে সঠিক পথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথপ্রদর্শন করেন।

(সুরা কাসাস/২৮ : ৫৬)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : যখন রসুলুল্লাহ (স.) তাঁর অতি প্রিয় চাচা আবু তালিবকে ঈমান গ্রহণ করানোর চেষ্টা করছিলেন তখন আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াতটির ব্যাখ্যা হলো– রসুলুল্লাহ (স.) যাকে ভালোবাসেন চাইলেই তাকে সঠিক পথে আনতে পারবেন না। মানুষ সঠিক পথ পায় আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী নিজ চেষ্টা-সাধনার ফলে।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ... ... ...حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ... ... عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ: يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ! ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ، فَقُلْتُ يَانَبِيَّ اللهِ! آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ نَعَمْ، اِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ .

সরল অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হান্নাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন, প্রায়ই রসুলুল্লাহ (স.) এই দোয়া করতেন– হে অন্তর (মন) পরিবর্তনকারী আল্লাহ, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর মজবুত রাখো। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনাতে এবং আপনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তাতে বিশ্বাস করেছি। আপনি কি আমাদের সম্পর্কে ভয় করেন? উত্তরে তিনি বললেন– হ্যাঁ। কেননা, **সকল মন আল্লাহ্ তা'আলার আঙুলসমূহের দুইটি আঙুলের মধ্যে রয়েছে (অধিকারে রয়েছে)। তিনি নিজের ইচ্ছা মতো তা পরিবর্তন করে থাকেন।**

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২১৪০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

প্রকৃত ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে– সকল মন মহান আল্লাহর অধিকারে রয়েছে। আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করার কারণে মনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

যে সকল কারণে কুরআন ও হাদীসের 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির অর্থ আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম ধরা গ্রহণযোগ্য হবে

কুরআন ও হাদীসের 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির অর্থ আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম ধরা যে সকল কারণে গ্রহণযোগ্য হবে–

১. কার্য সম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টা, ধৈর্য, দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, সাহসিকতা, একতা, সংঘবদ্ধতা, জন্মসূত্রে পাওয়া গুণাগুণ ইত্যাদির যথাযথ ভূমিকা থাকে।

২. কর্মফলের জন্য মানুষকে দায়ী করা যৌক্তিক হয়।

৩. আমলের ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়ে জান্নাতের পুরস্কার বা জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া ইনসাফ ভিত্তিক হয়।

৪. সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী হয় এবং তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ পরিবর্তন করতে পারে না । তাই আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব (উলুহিয়াত বা রুবুবিয়াত) বজায় থাকে।

৫. কুরআনের কোনো আয়াতের বক্তব্যের বিরোধী হয় না। পরিপূরক হয়।

৬. কোনো নির্ভুল হাদীসের বক্তব্যের বিরোধী হয় না। পরিপূরক হয়।

৭. Common sense/আকলেরও বিরোধী হয় না।

তাই সহজেই বলা যায়– যে সকল আয়াত ও হাদীসে 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটি আছে তার প্রায় সব স্থানে ঐ ইচ্ছাকে আল্লাহর 'অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা' তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান, নীতিমালা, পরিচালন পদ্ধতি, প্রোগ্রাম বা প্রাকৃতিক আইন ইত্যাদি) ধরা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

‘আল্লাহর অনুমতি’ কথাটি ধারণকারী আয়াত ও হাদীসের প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

এবার আমরা আল্লাহর অনুমতি কথাটি ধারণকারী আয়াত ও হাদীসের প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা জানবো ও পর্যালোচনা করবো।

‘আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতিতে সবকিছু হয়’ কথাটির উৎপত্তিস্থল

‘আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতিতে সবকিছু হয়’ কথাটির উৎপত্তিস্থল হলো আল কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্যের অসতর্ক ব্যাখ্যা। চলুন এখন সে বক্তব্য ও ব্যাখ্যাগুলো জানা ও পর্যালোচনা করা যাক।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

অনুবাদ : আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না। ... ...

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতি ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না।

তথ্য-২

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا

অনুবাদ : আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না; মৃত্যুর অবধারিত মেয়াদ লিখিত আছে (উম্মুল কিতাবে)।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৪৫)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হয় না।

তথ্য-৩

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذۡنِ اللّٰهِ

অনুবাদ : আমরা এ উদ্দেশ্যে কোনো রসুল প্রেরণ করিনি যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর আনুগত্য করা হবে।

(সুরা নিসা/৪ : ৬৪)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো রসুলের আনুগত্য করতে পারে না।

তথ্য-৪

وَمَا هُمۡ بِضَآرِّيۡنَ بِهٖ مِنۡ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ

অনুবাদ আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এর (জাদুর) মাধ্যমে তারা (কারো) কোনো ক্ষতি করতে পারতো না

(সুরা বাকারা/২ : ১০২)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতি ছাড়া জাদু দিয়ে মানুষের ক্ষতি করা যায় না।

তথ্য-৫

فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٌ لِّنَفۡسِهٖ ۚ وَمِنۡهُمۡ مُّقۡتَصِدٌ ۚ وَمِنۡهُمۡ سَابِقٌۢ بِالۡخَيۡرٰتِ بِاِذۡنِ اللّٰهِ

অনুবাদ : অতঃপর তাদের কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী, কেউ মধ্যম অবস্থানে, আর কেউ আল্লাহর অনুমতিতে নেক আমলে অগ্রগামী।

(সুরা ফাতির/৩৫ : ৩২)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী, কেউ (আমলের দিক দিয়ে) মধ্যম অবস্থানে এবং কেউ আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতিক্রমে নেক আমলে অগ্রগামী।

তথ্য-৬

مَآ اَصَابَ مِنۡ مُّصِيۡبَةٍ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ

অনুবাদ : আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না।

(সুরা তাগাবুন/৬৪ : ১১)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতি ছাড়া মানুষের ওপর কোনো বিপদ আসে না।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ... ... ... حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ... ... عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তিত্রয় হারুন ইবন মারূফ, আবু ত্বাহির ও আহমাদ ইবন ঈসা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির (রা.) বলেন, রসুল (স.) বলেছেন– সকল রোগের জন্য ঔষধ আছে। যখন সঠিক ঔষধ রোগের জন্য প্রয়োগ করা হয় তখন রোগী আল্লাহর অনুমতিতে সেরে উঠে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৮৭১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতিতে সকল রোগী সেরে ওঠে।

** এ ধরনের আরও আয়াত ও হাদীস কুরআন ও হাদীস গ্রন্থে আছে। আর এর প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে– মানুষ ও মহাবিশ্বের ঘটনা-দুর্ঘটনা আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতির মাধ্যমে হয়। অন্যকথায় আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে অনুমতি না দিলে মানুষ কোনো বিষয়ে তাদের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা চালাতে পারে না অথবা তাদের কর্মপ্রচেষ্টার ভালো বা মন্দ কোনো ফল লাভ করতে পারে না।

‘আল্লাহর অনুমতি’ কথাটি ধারণকারী আয়াত ও হাদীসের প্রচলিত ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

পূর্বে উল্লিখিত (পৃষ্ঠা নং ৩৫-৪০) ‘আল্লাহর ইচ্ছা’ কথাটি ধারণকারী আয়াত ও হাদীসের প্রচলিত অর্থ কুরআন, হাদীস ও Common sense/আকলের যে সকল তথ্যের কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না বলে আমরা জেনেছি, সেই একই কারণে ‘আল্লাহর অনুমতি’ কথাটি ধারণকারী (অধিকাংশ) আয়াতের প্রচলিত ব্যাখ্যা তথা আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতিতে সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় গ্রহণযোগ্য হবে না।

‘আল্লাহর অনুমতি’ কথাটি ধারণকারী আয়াত ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা

অনুমতি দুই ধরনের হয়–

১. তাৎক্ষণিক অনুমতি (Instanteneous permission)।
২. অতাৎক্ষণিক অনুমতি (Non-instanteneous permission)।

‘তাৎক্ষণিক অনুমতি’ দেওয়া হয় কার্যসম্পাদনের পূর্বমুহূর্তে।

‘অতাৎক্ষণিক অনুমতি’ দেওয়া হয় কার্যসম্পাদনের আগে তৈরি করা প্রোগ্রামের (পরিচালনা পদ্ধতি, বিধি-বিধান, নীতিমালা, প্রাকৃতিক আইন) মাধ্যমে।

উদাহরণ

ধরুন গত বছর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে আপনার ছোটো ভাইয়ের কাছে ১০,০০০ টাকা রেখে বলে এসেছেন– এই ধরনের ব্যক্তিরা এসে সাহায্য চাইলে তাদের প্রত্যেককে ঐ টাকা থেকে ১০০০ করে টাকা দিয়ে দিতে। এক মাস পরে ঐ ধরনের একজন লোক এসে সাহায্য চাইলে আপনার ছোটো ভাই ব্যক্তিটিকে ১০০০ টাকা দিয়ে দিলো। আপনার ছোটো ভাই কি ঐ টাকা দিতে আপনার অনুমতি নিয়েছে? হ্যাঁ, নিয়েছে কিন্তু আপনার সেই অনুমতি ‘তাৎক্ষণিক’ নয়। ঐটি হলো আপনার ‘অতাৎক্ষণিক অনুমতি’। অর্থাৎ আপনার গত বছর নির্ধারণ করে দেওয়া প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেওয়া অনুমতি।

‘আল্লাহর অনুমতি’ কথাটির অর্থ আল্লাহর অতাৎক্ষণিক তথা আল্লাহর তৈরি করা প্রোগ্রাম ধরলে পূর্বে উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসের যে ব্যাখ্যা দাঁড়ায়

আল কুরআন
তথ্য-১

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

অনুবাদ : আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না।

তথ্য-২

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا

অনুবাদ : আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না। মৃত্যুর অবধারিত মেয়াদ লিখিত আছে (উম্মুল কিতাবে)।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৪৫)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর পূর্বে নির্ধারণ করে রাখা প্রোগ্রামে থাকা অনুঘটকসমূহের (Factor) যথাযথ মিলন ছাড়া কোনো প্রাণীর মৃত্যু হতে পারে না। মৃত্যুর অবধারিত মেয়াদ লিখিত আছে লাওহে মাহফুজে থাকা উম্মুল কিতাবে। ঐ প্রোগ্রামে আছে রোগ, চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, হাসপাতাল, চিকিৎসক, ঔষধ ইত্যাদির ধরনসহ মানুষের জানা বা অজানা কিন্তু আল্লাহর জানা অসংখ্য বিষয়।

তথ্য-৪

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

অনুবাদ : আমরা এ উদ্দেশ্যে কোনো রসুল প্রেরণ করিনি যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর আনুগত্য করা হবে।

(সুরা নিসা/৪ : ৬৪)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ করেই শুধু রসুল (স.)-এর আনুগত্য করতে হবে।

আল্লাহর ঐ প্রোগ্রামে থাকা প্রধান তিনটি বিষয় (অনুঘটক) হলো–

১. রসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন সরাসরি তাঁর কাছ থেকে শুনলে বা দেখলে তা অনুসরণ হতে হবে।

২. রসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন অন্য কারো কাছ থেকে শুনলে বিষয়টি সত্যই রসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন কি না সেটি আগে নিশ্চিত হতে হবে।

৩. কুরআনের বিপরীত কথা রসুলুল্লাহ (স.)-এর বলার অধিকার নেই। তাই, কুরআনের বিপরীত কথা রসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা মনে করে অনুসরণ না করা।

তথ্য-৫

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ .

অনুবাদ : অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী (সগীরা গুনাহগার), কেউ (আমলের দিক থেকে) মধ্যম অবস্থানে এবং **কেউ আল্লাহর অনুমতিতে নেক আমলে অগ্রগামী।**

(সুরা ফাতির/৩৫ : ৩২)

বোল্ড করা অংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা : কেউ আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ করে নেক আমলের দিক দিয়ে অগ্রগামী (নেককার মু'মিন)।

তথ্য-৬

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ

অনুবাদ : আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না।

(সুরা তাগাবুন/৬৪ : ১১)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করার জন্য মানুষের ওপর বিপদ আসে।

তথ্য-৭

وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

অনুবাদ : তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এর (জাদুর) মাধ্যমে তারা (কারো) কোনো ক্ষতি করতে পারতো না।

(সুরা বাকারা/২ : ১০২)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রয়োগ করার ফলে জাদু দিয়ে মানুষের ক্ষতি শুধু হয়।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ... ... ... حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ... ... عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তিত্রয় হারুন ইবন মারূফ, আবু ত্বাহির ও আহমাদ ইবন ঈসা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির (রা.) বলেন, রসুল (স.) বলেছেন– সকল রোগের জন্য ঔষধ আছে। যখন সঠিক ঔষধ রোগের জন্য প্রয়োগ করা হয় তখন রোগী আল্লাহর অনুমতিতে সেরে উঠে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৮৭১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

প্রকৃত ব্যাখ্যা : সকল রোগী আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করলে সেরে ওঠে। সে প্রোগ্রামের দুটি প্রধান দিক হলো–

১. সঠিক রোগ নির্ণয়।
২. সঠিক ঔষধ প্রয়োগ।

‘আল্লাহর অনুমতি’ কথাটি ধারণকারী আয়াত ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যাটি যে সকল কারণে গ্রহণযোগ্য হবে

‘আল্লাহর অনুমতি’ কথাটি ধারণকারী আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণসমূহ হলো–

১. কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টা, ধৈর্য, দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, সাহসিকতা, একতা, সংঘবদ্ধতা, জন্মসূত্রে পাওয়া গুণাগুণ ইত্যাদির যথাযথ ভূমিকা থাকে।

২. কর্মফলের জন্যে মানুষকে দায়ী করা যৌক্তিক হয়।

৩. আমলের ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়ে জান্নাতের পুরস্কার বা জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া ইনসাফ ভিত্তিক হয়।

৪. সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী হয় যা অন্য কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। তাই এখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব (উলুহিয়াত বা রুবুবিয়াত) বজায় থাকে।

৫. কুরআনের কোনো আয়াত বা রসুল (স.)-এর কোনো হাদীসের বক্তব্যের বিরোধী হয় না বরং সম্পূরক হয়।

৬. Common sense/আকলের বিরোধী হয় না।

♣♣ তাই সহজেই বলা যায়, যে সকল আয়াতে ‘আল্লাহর অনুমতি’ কথাটি আছে তার প্রায় সব স্থানে ঐ অনুমতিকে আল্লাহর ‘অতাৎক্ষণিক অনুমতি’ তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম (পরিচালনা পদ্ধতি, বিধি-বিধান, নীতিমালা, প্রাকৃতিক আইন) ধরাটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

‘মন ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা দিয়ে দেওয়া’ বক্তব্য সম্বলিত আয়াতের প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

এবার আমরা মন ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা দিয়ে দেওয়া’ বক্তব্যধারণকারী আয়াতের প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা জানবো ও পর্যালোচনা করবো।

‘মন ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা দিয়ে দেওয়া’ আয়াত ও তার প্রচলিত ব্যাখ্যা

তথ্য-১

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ . خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۫ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

অনুবাদ : নিশ্চয় যারা (কুরআন ও সুন্নাহ) অস্বীকার করে, তাদের তুমি সতর্ক করো বা না করো, তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের মনে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের ওপর পর্দা পড়ে গেছে, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

(সুরা বাকারা/২ : ৬-৭)

তথ্য-২

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ

অনুবাদ : আর তাদের (কাফির ও মুশরিক) মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে। কিন্তু আমরা তাদের মনের ওপর আবরণ এঁটে দিয়েছি যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতা। এ জন্য সব নিদর্শন দেখলেও তারা ঈমান আনবে না।

(সুরা আনআম/৬ : ২৫)

তথ্য-৩

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ .

অনুবাদ : তুমি কি তাকে লক্ষ করেছো যে নিজ খেয়াল-খুশিকে তার ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আর আল্লাহ স্বজ্ঞানে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কান ও মনে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর পর্দা এঁটে দিয়েছেন, অতএব আল্লাহর পরে কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

(সুরা জাসিয়া/৪৫ : ২৩)

আয়াতসমূহ ও এ ধরনের অন্য আয়াতের প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে মুসলিম সমাজে চালু হওয়া কথাসমূহ–

আল্লাহ তা'য়ালা কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের–

১. কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে মনে মোহর মেরে দেন, তাই তারা কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে বা শুনে বুঝতে পারে না।
২. কুরআন ও সুন্নাহ শুনতে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে কানে মোহর বা পর্দা দিয়ে দেন, তাই তারা কুরআন ও হাদীস শুনে বুঝতে পারে না।
৩. দেখতে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে চোখে পর্দা দিয়ে দেন, তাই তারা প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা উদাহরণ দেখেও ঈমান আনতে পারে না।

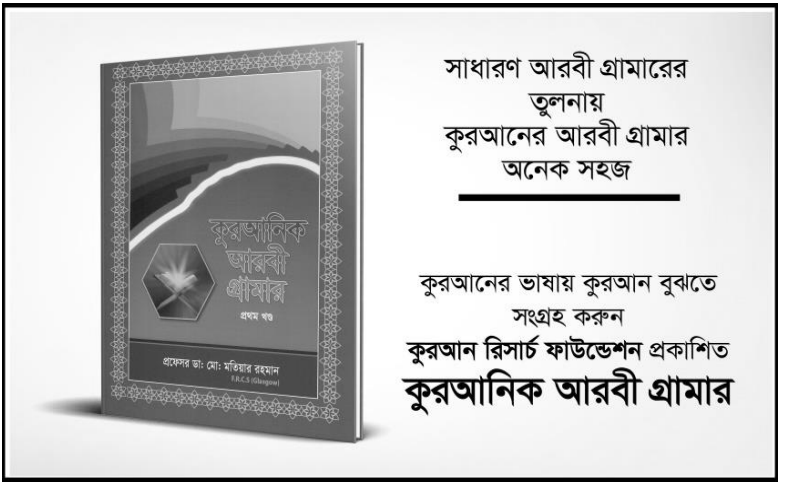

আয়াতসমূহের প্রচলিত ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

আল্লাহ যদি কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক ব্যক্তিদের মন ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা লাগিয়ে দিয়ে থাকেন তবে তারা তো কোনো দিন কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য বুঝতে পারবে না। ফলস্বরূপ তারা ঈমান আনতে ও ইসলাম গ্রহণ করতে পারবে না। তাই, তারা ইসলাম বিরোধী তথা গুনাহর কাজ করে যেতেই থাকবে বা করতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ মন ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা লাগিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আল্লাহ তাদের পাপ কাজ করে যেতে বাধ্য করেছেন।

অথচ আল্লাহ বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কাজ করার নির্দেশ দেন না।

(সুরা আরাফ/৭ : ২৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ গুনাহের কাজ করার নির্দেশ দেন না।

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

অনুবাদ : অথচ তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল জীবন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মনে একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁরই দাসত্ব করতে।

(সুরা বাইয়্যেনা/৯৮ : ৫)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি মানুষকে অন্য কারো ইবাদাত তথা গুনাহের কাজ করতে নির্দেশ দেননি।

তাই, যে সকল কারণে 'আল্লাহর ইচ্ছা' ও 'আল্লাহর অনুমতি' কথা দুটি ধারণকারী আয়াত ও হাদীসের প্রচলিত ব্যাখ্যা ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে না বলে আমরা পূর্বে (৩৫-৪০ ও ৫৪ নং পৃষ্ঠা) আলোচনা করেছি সেই একই কারণে 'মন ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা লাগিয়ে দেওয়া' বক্তব্য ধারণকারী আয়াতেরও প্রচলিত ব্যাখ্যা ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে না।

আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানতে হলে যে বিষয়গুলো আগে বুঝতে হবে

আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝতে হলে ৩টি বিষয় আগে বুঝে নিতে হবে–

১. আল্লাহ কর্তৃক প্রদান করা, মেরে দেওয়া, লাগিয়ে দেওয়া, আদেশ করা ইত্যাদি কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা।

২. Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়া এবং তার পদ্ধতি।

৩. অন্তর, কান ও চোখে তালা বা পর্দা পড়ে যাওয়া বিষয়টির ব্যাখ্যা এবং এটি যেভাবে ঘটে।

১. আল্লাহ কর্তৃক প্রদান করা, মেরে দেওয়া, লাগিয়ে দেওয়া, আদেশ করা ইত্যাদি কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা

আল্লাহ কর্তৃক প্রদান করা, মেরে দেওয়া, লাগিয়ে দেওয়া, আদেশ করা ইত্যাদি দুই ধরনের–

১. তাৎক্ষণিক (Instanteneous)।

২. অতাৎক্ষণিক (Non-instanteneous)।

তাৎক্ষণিক : প্রদান করা, মেরে দেওয়া, লাগিয়ে দেওয়া, আদেশ করা ইত্যাদি 'তাৎক্ষণিকভাবে' সংঘটিত হওয়া বলতে বুঝায়– বিষয়গুলো মানুষ কাজ শুরু করার পূর্বমুহূর্তে সংঘটিত হওয়া।

যেমন–

একজন মানুষ একটি বিষয় বুঝতে চেষ্টা করছে কিন্তু ঐ সময় তার মনে তালা মেরে দেওয়া হলো তাই সে তা বুঝতে পারলো না– এটি হলো তাৎক্ষণিকভাবে তালা মেরে দেওয়া।

অতাৎক্ষণিক : প্রদান করা, মেরে দেওয়া, লাগিয়ে দেওয়া, আদেশ করা ইত্যাদি 'অতাৎক্ষণিকভাবে' সংঘটিত হওয়া বলতে বুঝায়– মানুষ কাজ শুরু করার পূর্বে তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিষয়গুলো সংঘটিত হওয়া।

যেমন–

১৫০০ বছর পূর্বে নাযিল হওয়া কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, ধনী মানুষ চুরি করলে তার হাত কেটে দাও। একজন ধনী মানুষ চুরি করার পর আজ (রাষ্ট্রীয়ভাবে বিচার করে) তার হাত কেটে দেওয়া হলো। এ শাস্তিটি দেওয়া হলো আল্লাহর অতাৎক্ষণিক আদেশ অনুযায়ী।

** কুরআন ও হাদীসের যে সকল স্থানে আল্লাহ কর্তৃক প্রদান করা, মেরে দেওয়া, আদেশ করা ইত্যাদি কথা আছে, অধিকাংশ স্থানে তার অর্থ হবে– আল্লাহ কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে তথা আল্লাহ তা'য়ালার পূর্বে তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিষয়গুলো সংঘটিত হওয়া।

২. Common sense/আকল উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়া এবং তার পদ্ধতি

মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/ আকল উৎকর্ষিত ও অবদমিত হয়। বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

তথ্য-১

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۙ . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۙ . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا . ۙ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ؕ .

অনুবাদ : কসম মনের (অন্তর/Mind) এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি Common sense/ আকল)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (Common sense/ আকলকে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (Common sense/আকলকে) অবদমিত করবে।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়, Common sense/ আকল উৎকর্ষিত ও অবদমিত হয়।

তথ্য-

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ

অনুবাদ : তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense/আকলের) অধিকারী হতে পারতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো (কুরআন পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো) এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো (কুরআন শুনে সঠিকভাবে বুঝার মতো)। (সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন পড়ে ও শুনে সঠিকভাবে বুঝার মতো Common sense/আকলের অধিকারী হতে পারার কারণ হলো– পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব বিষয়/উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense/আকল উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense/আকলের মাধ্যমে মানুষ কুরআন পড়ে বা শুনে সহজে বুঝতে পারে।

বর্তমানে জ্ঞানার্জনের উপায় হিসেবে ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে–

১. বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া।
২. Geographic channel দেখা।
৩. Discovery channel দেখা।

যে বিষয়টি উৎকর্ষিত হয় সেটি অবদমিতও হয়।

সম্মিলিত শিক্ষা

এ সকল আয়াত হতে জানা যায়– Common sense/আকল উৎকর্ষিত ও অবদমিত উভয়টি হয়। আর এটি–

- উৎকর্ষিত হয় কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান এবং সত্য ঘটনা, কাহিনি জানা ও তা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে।
- অবদমিত হয় কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান বিরোধী তথ্য এবং মিথ্যা ঘটনা, কাহিনি জানা ও তা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে।

৩. মন, কান ও চোখে তালা বা পর্দা পড়ে যাওয়া বিষয়টির ব্যাখ্যা এবং এটি যেভাবে ঘটে

মানুষের Common sense/আকলে যদি একটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা না থাকে তাহলে চোখ সেটি দেখে না তথা দেখেও তার প্রকৃত অর্থ, তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা বুঝতে পারে না।

এ তথ্যটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ .

অনুবাদ : প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense/আকল) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের বক্তব্য হলো– চোখ ভালো থাকলেও কোনো বিষয়ে Common sense/আকলে যদি বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা না থাকে (Common sense/আকল ঐ বিষয়ে অন্ধ) তবে চোখ সেটি দেখে না তথা দেখেও তার প্রকৃত অর্থ, তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা বুঝতে পারে না।

বিষয়টির বুঝার দুটি উদাহরণ–

উদাহরণ-১

চিকিৎসা বিদ্যায় রোগের লক্ষণ (Symtoms & sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে সঠিক রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা যায় না।

উদাহরণ–২

ছোটো বাচ্চাদের আপেল দেখিয়ে নাম শেখানোর আগ পর্যন্ত আপেলের নাম বলতে না পারা।

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান বিরোধী তথ্য, মিথ্যা ঘটনা, কাহিনি জানা ও তা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে মানুষের Common sense/আকল অবদমিত হতে থাকে। এ অবদমিত হতে হতে এক সময় ঐ ধরনের মানুষের Common sense/আকল এমনভাবে অবদমিত হয় যে তা আর কাজ করে না।

বিষয়টি বুঝার সহজ উদাহরণ হলো বর্তমান যুগের যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি কম্পিউটার।

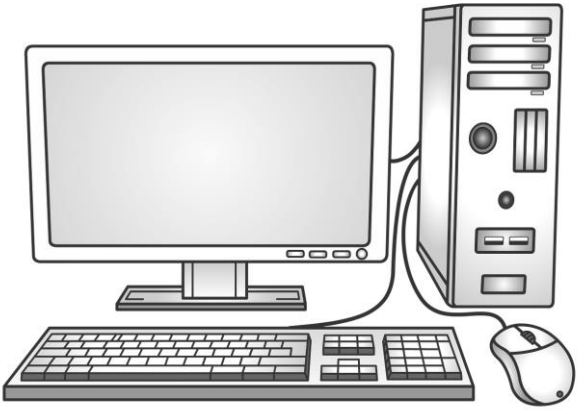

কম্পিউটারে ভুল তথ্য হলো ভাইরাস (Virus)। ভাইরাস ঢুকলে কম্পিউটার অবদমিত হতে থাকে। একদিন তা এমনভাবে অবদমিত হয় যে কম্পিউটার আর কাজ করে না। এ অবস্থাকে কম্পিউটার Hang হয়ে যাওয়া বলা হয়।

আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে প্রোগ্রাম করে রেখেছেন যে– মানুষ যদি কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান বা বাস্তবতা বিরোধী বিষয় জানা, বুঝা, গবেষণা এবং তার ওপর আমল চালিয়ে যেতে থাকে তবে তার আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল ধীরে ধীরে অবদমিত হতে থাকবে। এক সময়ে ঐ ধরনের মানুষের Common sense/আকল এমনভাবে অবদমিত হয়ে যাবে যে– সে আল্লাহর কিতাবের আয়াত, নবী-রসুলগণের সুন্নাহ বা সত্য বিষয় দেখে, পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত অর্থ, তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা বুঝতে পারার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। এ অবস্থাকে আল্লাহ বলেছেন কানে মোহর বা পর্দা এবং চোখে পর্দা পড়ে যাওয়া। কম্পিউটারের ভাষায় Hang হয়ে যাওয়া।

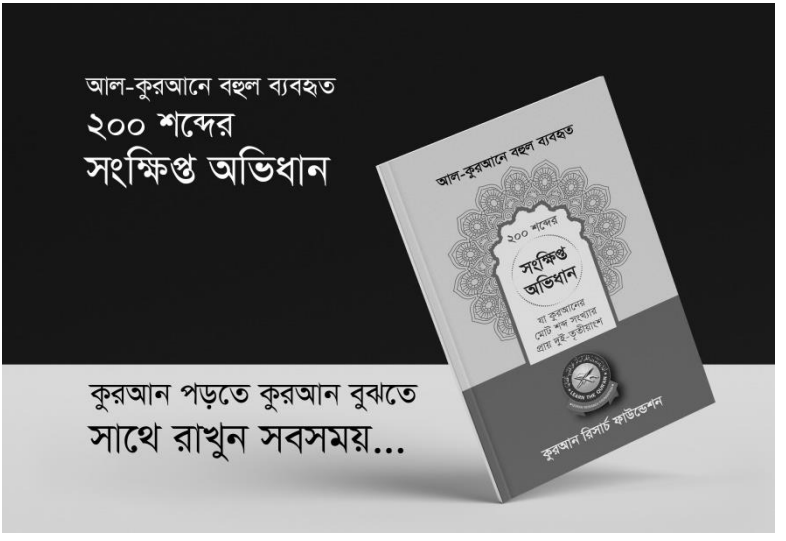

‘মন ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা দিয়ে দেওয়া’ তথ্য ধারণকারী আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা

ওপরের বিষয়গুলো জানার পর চলুন এখন মন ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা দিয়ে দেওয়া তথ্য ধারণকারী আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানা যাক–

তথ্য-১

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ . خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۫ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

সরল অনুবাদ : নিশ্চয় যারা (কুরআন ও সুন্নাহ) অস্বীকার করে তাদের তুমি সতর্ক করো বা না করো তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের মনে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের ওপর রয়েছে আবরণ। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

(সুরা বাকারা/২ : ৬-৭)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : কুরআন ও সুন্নাহ অস্বীকার করা ব্যক্তিরা, কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী বিষয় নিয়ে চিন্তা, ভাবনা ও আমল করা নিয়ে মশগুল থাকে। তাই, এ আয়াতের বক্তব্য হলো– যারা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও আমল নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাদের কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে সতর্ক করা আর না করা সমান। কারণ, আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী, অবদমিত হতে হতে তাদের Common sense/আকলে তালা লেগে গেছে। তাই, তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর তা বুঝতে পারে না। আর তাই তারা ঈমান আনে না বা আনতে পারে না। এটি ভাইরাসের মাধ্যমে যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি অবদমিত হতে হতে Hang হয়ে যাওয়ার মতো একটি বিষয়। এ জন্য তাদের কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

তথ্য-২

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ

সরল অনুবাদ : আর তাদের (কাফির ও মুশরিক) মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে। কিন্তু আমরা তাদের মনের ওপর আবরণ এঁটে দিয়েছি যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতা। এ জন্য সব নিদর্শন দেখলেও তারা ঈমান আনবে না।

(সুরা আন'আম/৬ : ২৫)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : ১ নং তথ্যের আয়াতের অনুরূপ।

তথ্য-৩

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ .

অনুবাদ : তুমি কি তাকে লক্ষ করেছো যে নিজ খেয়াল-খুশিকে তার ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আর আল্লাহ স্বজ্ঞানে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কান ও মনে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর পর্দা এঁটে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহর পরে কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

(সুরা জাসিয়া/৪৫ : ২৩)

প্রকৃত ব্যাখ্যা : নিজ খেয়াল-খুশিকে ইলাহ বানিয়ে নেওয়া ব্যক্তিরা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও আমল করায় ব্যস্ত থাকা ব্যক্তি। তাই এ আয়াতের ব্যাখ্যাও **১** নং তথ্যের আয়াতের ব্যাখ্যার অনুরূপ।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক বার্তা ও গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থিত আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **মৌলিক শতবার্তা** বইয়ে।

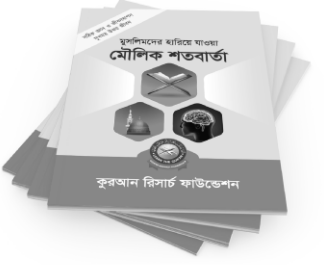

আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা, অনুমতি বা আদেশ তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম জানার উপায়

মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিজ্ঞান, শরীর স্বাস্থ্য, বিচার, ব্যাবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ, সন্ধি, আন্তর্জাতিক, পারলৌকিক ইত্যাদি সকল বিষয়ের প্রোগ্রাম (প্রাকৃতিক আইন, বিধি-বিধান, নীতিমালা, পরিচালনা পদ্ধতি) যদি আল্লাহ মানুষকে নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি বা গবেষণার মাধ্যমে বের করে নিয়ে পালন করতে বলতেন তবে মানুষের দুঃখের কোনো সীমা থাকতো না। মহান আল্লাহ হচ্ছেন মানুষের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী ও দয়ালু সত্তা। তাই তিনি তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম মানুষকে জানানোর বিভিন্ন ব্যবস্থা করেছেন।

ঐ ব্যবস্থাগুলোর কথা মহান আল্লাহ যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা হলো–

তথ্য-১

وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝ .

অনুবাদ : আর তিরি (আল্লাহ) প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট করেছেন অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন।

(সুরা আল-আ'লা/৮৭ : ৩)

ব্যাখ্যা : বাস্তবে সকল প্রোগ্রাম সরাসরি জানানো হয়নি। তাই এখানে মহান আল্লাহ বলেছেন– তিনি কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে অনেক প্রোগ্রাম সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-২

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۚ .

অনুবাদ : আর আমরা তাকে (মানুষকে) উভয় (সঠিক ও ভুল) দিকের পথনির্দেশ করেছি।

(সুরা বালাদ/৯০ : ১০)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– তাঁর তৈরি প্রোগ্রামে একটি কাজে সফল হওয়া বা ব্যর্থ হওয়ার উভয় প্রোগ্রামই নির্দিষ্ট করা আছে। ঐ পথের অনেকগুলো তিনি কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে মানুষকে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

.... وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

অনুবাদ : ... ... আর তোমার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও যেন (অবতীর্ণ হওয়া বিষয় নিয়ে) চিন্তা-ভাবনা করে।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : এখানে প্রথমে রসুলুল্লাহ (স.)-কে কুরআনের মাধ্যমে জানানো প্রোগ্রামসমূহকে তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে মানুষকে বুঝিয়ে দিতে বলেছেন। আর শেষে মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে Common sense/আকল ব্যবহার করে গবেষণা করে জীবনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম আরও বিস্তারিতভাবে জেনে নিতে বলা হয়েছে।

তথ্য-৪

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۡ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۭ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ ۭ قُلِ الْعَفْوَ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۙ .

অনুবাদ : তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, এ দুটির মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতি ও মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা। কিন্তু তাদের উপকারিতার চেয়ে ক্ষতি অনেক বেশি। তারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করে, তারা আল্লাহর পথে কী ব্যয় করবে? বলে দাও, (প্রয়োজনের) অতিরিক্ত যা থাকে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা চিন্তা-গবেষণা করতে পারো।

(সুরা বাকারা/২ : ২১৯)

ব্যাখ্যা : এখানে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রথমে জানানো হয়েছে– মদ ও জুয়ায় অনেক অকল্যাণ/রোগ আছে এবং ঐ দুটিতে কিছু কল্যাণও আছে। এরপর

আল্লাহ মানুষকে মদ ও জুয়া সম্পর্কিত এ মূল তথ্যের ভিত্তিতে চিন্তা-গবেষণা করে জিনিস দুটির রোগ/অকল্যাণ ও কল্যাণের দিকগুলো আবিষ্কার করতে বলেছেন।

তথ্য-৬

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ۚ.

অনুবাদ : নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিন রাত্রির আবর্তনে উলিল আলবাবদের (প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানী) জন্য নিদর্শন (বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়) রয়েছে ।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯০)

ব্যাখ্যা : এখানে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয়েছে মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীদের জন্য তাঁর তৈরি প্রোগ্রামের অসংখ্য শিক্ষা রয়েছে।

তথ্য-৭

اَفَلَا یَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا .

অনুবাদ : তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? না তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

ব্যাখ্যা : এখানে কুরআনের উল্লিখিত জীবনের বিভিন্ন দিকের মূল বিষয়গুলো নিয়ে সাধারণ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা-গবেষণা না করার জন্য আল্লাহ মানুষকে তিরস্কার করেছেন। কারণ ঐ গবেষণার মাধ্যমে বিষয়গুলোর বিস্তারিত দিক (বিস্তারিত প্রোগ্রাম) আবিষ্কৃত হবে এবং তা কাজে লাগালে তাদের কল্যাণ হবে।

** আল কুরআনের এ ধরনের আরও অনেক তথ্যের মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম (কদর বা তাকদীর) তিনি মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর ঐগুলো মানুষকে জানানোর জন্য তিনি তিন ধরনের ব্যবস্থা করেছেন।

ব্যবস্থা তিনটি হলো–

১. কিতাবের মাধ্যমে : কিতাবের মাধ্যমে মানুষের জীবনের সকল মৌলিক বিষয় (মৌলিক প্রোগ্রাম ও অন্যান্য মৌলিক বিষয়) জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন।

মৌলিক বিষয় হলো কুরআনের মূল বিষয়গুলো। এর একটিও বাদ গেলে মানুষের পুরো জীবন সরাসরি ব্যর্থ হবে। অমৌলিক বিষয় হচ্ছে সেগুলো যার সবগুলো বাদ গেলেও মানুষের জীবন ব্যর্থ হবে না। তবে তাতে কিছু অপূর্ণতা থাকবে।

২. সুন্নাহর মাধ্যমে : নবী-রসুলগণের সুন্নায় আছে ইসলামের সকল মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়। তবে সুন্নাহ (হাদীস) হলো কুরআনের ব্যাখ্যা। আর কুরআন না পড়ে শুধু পড়ে ইসলাম জানলে ব্যক্তি মুসলিম–

ক. ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না।

খ. জাল হাদীস ধরতে ব্যর্থ হবে।

৩. চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে : আল্লাহর তৈরি সকল প্রোগ্রাম বিস্তারিতভাবে কুরআন-সুন্নায় সরাসরি উল্লিখিত নেই। তবে তার সবগুলো আছে প্রকৃতিতে। কুরআনে থাকা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামের কিছু উল্লেখিত আছে বিস্তারিতভাবে, কিছু সংক্ষিপ্তভাবে এবং কিছু ইঙ্গিত আকারে। তাই আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকলের ভিত্তিতে চিন্তা-গবেষণা করে ঐ প্রোগ্রামগুলো আবিষ্কার (Discover) করে কাজে লাগানোর জন্য বার বার বলেছেন বা না করার জন্য তিরস্কার করেছেন।

ঐ গবেষণা তিনি কোনো কালের মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট করেননি। তাই, ঐ গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে সকল যুগের যোগ্য মানুষদের কিয়ামত পর্যন্ত। ঐ গবেষণা করতে হবে বিজ্ঞান ও ধর্মীয় সকল বিষয় নিয়ে।

আর ঐ গবেষণা দুইভাবে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে–

১. আবিষ্কার হওয়া বিষয়ের সরাসরি কল্যাণ।

২. কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার কল্যাণ।

দ্বিতীয় কল্যাণের বিষয়টি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

অনুবাদ : শীঘ্রই তাদেরকে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় দেখাতে থাকবো। যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য। (সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো, খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং খালি চোখ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরি বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে।

কুরআন ও সুন্নায় যে সকল বিষয়ের প্রোগ্রাম উল্লিখিত আছে তার কয়েকটি

১. সৎ মানুষ তৈরির প্রোগ্রাম।
২. সুখী পরিবার তৈরির প্রোগ্রাম।
৩. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ার প্রোগ্রাম।
৪. সামাজিক সাম্য তৈরির প্রোগ্রাম।
৫. সুখী সমাজ তৈরির প্রোগ্রাম।
৬. দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রোগ্রাম।
৭. কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রোগ্রাম।
৮. সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রোগ্রাম।
৯. সমাজ থেকে চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি নির্মূলের প্রোগ্রাম।
১০. যুদ্ধ জয়/পরাজয়ের প্রোগ্রাম।
১১. রাষ্ট্র পরিচালনার প্রোগ্রাম।
১২. পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক গঠনের প্রোগ্রাম।
১৩. ব্যাবসা-বাণিজ্য করার প্রোগ্রাম।
১৪. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রোগ্রাম।
১৫. পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকার প্রোগ্রাম।
১৬. পরকালে অশান্তিতে থাকার প্রোগ্রাম।
১৭. শরীর-স্বাস্থ্য গঠনের প্রোগ্রাম।
১৮. যুদ্ধের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রোগ্রাম।
১৯. মহাকাশ অভিযানের প্রোগ্রাম।
২০. রোগ প্রতিরোধের প্রোগ্রাম।
২১. HIV ও AIDS থেকে বাঁচার প্রোগ্রাম।
২২. পোশাক-পরিচ্ছদের প্রোগ্রাম।

আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া ধরনের কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা এতদিন উদ্‌ঘাটিত না হওয়ার মূল কারণ

তাকদীর সম্পর্কিত উল্লিখিত বিষয়গুলো বোঝা/উদ্ভাবন করা সহজ বা তেমন কঠিন নয়। এরপরও আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া ইত্যাদি কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা এতদিন উদ্‌ঘাটিত না হওয়ার মূল কারণ হলো–

১. কুরআনের জ্ঞানার্জন বা ব্যাখ্যা করার প্রচলিত মূলনীতি।
২. কুরআন গবেষণার বিষয়ে চালু থাকা কথা।

১. কুরআনের জ্ঞানার্জন বা ব্যাখ্যা করার প্রচলিত মূলনীতি

চলুন কুরআন ব্যাখ্যার প্রচলিত মূলনীতি জানা যাক। এ মূলনীতি সারা মুসলিম বিশ্বে শেখানো হয়।

সূত্র-১

কান্‌জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল, উসূলি ফিকাহ লি আবু হুরায়রা ও আল মিলাল ওয়ান নিহাল

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) ইমাম বাগাবী (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন– যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত শর্তগুলোর **একটিও** কম থাকবে, তার জন্য কোনো মুজতাহিদ ইমামের **তাকলীদ** করা ছাড়া অন্য পথ নেই–

১. কুরআনের সকল আয়াত নাযিল হওয়ার সময়কালের জ্ঞান।
২. নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান।
৩. মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) আয়াতসমূহ জানা।
৪. মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ জানা।
৫. পুরো কুরআনের ব্যাখ্যায় রসূল (স.)-এর রেখে যাওয়া প্রায় বারো লক্ষ হাদীস সনদের ভিন্নতাসহ জানা আবশ্যক। কমপক্ষে যে সকল হাদীস দিয়ে শরিয়তের বিধি-বিধান সাব্যস্ত হয় সেসব হাদীস সনদ, মতন ও রাবীদের জীবন ইতিহাসসহ মুখস্ত থাকা।
৬. আরবী ভাষা সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হওয়া।

৭. আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশেষভাবে ভূষিত হয়ে অত্যধিক স্মরণশক্তি ও জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।

৮. ইজতিহাদ ও মাসআলা চয়নের প্রক্রিয়া সমূহের ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা।[৮]

সূত্র-২

মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন

গ্রন্থটিতে কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হিসেবে ১৫টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো–

১. সহীহ আকীদার অধিকারী হওয়া।

২. প্রবৃত্তির অনুগামী না হওয়া।

৩. ইলমুত তাওহীদ জানা।

৪. কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআন দিয়ে করা।

৫. কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআনে না পাওয়া গেলে রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাত দিয়ে ব্যাখ্যা করা।

৬. কুরআন, সুন্নায় স্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকলে সাহাবা রা.-এর বক্তব্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা।

৭. কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবা (রা.)-এর বক্তব্য না পাওয়া গেলে তাবেয়ীদের বক্তব্য দিয়ে তাফসীর করা।

৮. আরবী ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত হওয়া।

৯. ইসলামী আইন তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।

১০. শানে নুযুল জানা।

১১. নাসেখ মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।

১২. মুহকামাত-মুতাশাহিবাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।

১৩. ইলমুল কিরআত জানা।

১৪. কুর'আনের সাথে সম্পর্কিত প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান থাকা।

১৫. একই বিষয়ে একাধিক বক্তব্য থাকলে একটির ওপর অন্যটির অগ্রাধিকার দেওয়ার জ্ঞান থাকা তথা একাধিক অর্থ থেকে একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা।[৯]

---

৮. ১. *কান্‌জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল-২৭০ (উসূলুল বাযদুভী)*, ২. *উসূলি ফিকাহ লি আবু হুরায়রা-২৩৬*, ৩. *আল মিলাল ওয়ান নিহাল-১/২০০*, *মিশরী ছাপা*

৯. মান্না আল-ক্বাত্তান, *মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন* (বৈরূত : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১৪২১ হি.), পৃ. ৩৪০।

সূত্র-৩

আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন

ইমাম আস-সূয়ূতী (রহ.)-এর মতে, তাফসীরের শর্ত নিম্নরূপ–

১. সহীহ আকীদা।
২. সহীহ নিয়্যত।
৩. নবীর সুন্নাত ও সাহাবাদের কর্মপদ্ধতির ধারণা।
৪. আরবী ভাষার জ্ঞান ও শৈলী।
৫. শানে নুযুল।
৬. কুরআনের একত্রায়ন ও তারতীব।
৭. মাক্কী মাদানী সুরা।
৮. নাসিখ-মানসূখ।
৯. মুহকাম-মুতাশাবিহ।
১০. উসূলে হাদীসের জ্ঞান।
১১. উসূলে ফিকহের জ্ঞান, ইত্যাদি।[১০]

সূত্র-৪

মাজহাবু আহলুস সুন্নাহ ফীত তাফসীর

আহমাদ বাঝায়ী আদ-দাওয়ায়ী (রহ.)-এর মতে, তাফসীরের শর্ত নিম্নরূপ–

১. আরবী ভাষা– ইলমুন নাহু, ইলমুস সরফ, ইলমুল ইশতিক্বাক, ইলমুল বালাগাত, ইলমুল কিরাআত।
২. উসুলুদ্দীন– কুরআনের আয়াত থেকে হালাল হারাম বের করার যোগ্যতা।
৩. উসূলুল ফিকহ।
৪. শানে নযুল ও ক্বাসাস।
৫. নাসিখ-মানসূখ।
৬. হাদীসের জ্ঞান ও হাদীসের ইমাম হওয়া।
৭. আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব।
৮. সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা।
৯. আধুনিক যুগের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, ইত্যাদি।[১১]

সম্মিলিত শিক্ষা : নবী-রাসুল ভিন্ন অন্যকোনো মানুষের উল্লিখিত মূলনীতিসমূহের জ্ঞান বা যোগ্যতা থাকা সম্ভব নয়। অর্থাৎ উল্লিখিত

---

১০. আস-সুয়ূতী, *আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন* (মিশর : আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাতু লিল কিতাব, ১৯৭৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২০০-৩০০

১১. আহমাদ বাঝায়ী আদ-দাওয়ায়ী, *মাজহাবু আহলুস সুন্নাহ ফীত তাফসীর*, পৃ. ৫-৭।

মূলনীতিসমূহের জ্ঞান ব্যবহার করে কুরআনের তাফসীর করার মতো কোনো মানুষ পৃথিবীতে নেই। তাছাড়া মূলনীতিগুলোর কয়েকটি কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি বিপরীত (পরে আসছে)। আবার কুরআন ও সুন্নায় সরাসরি উল্লিখিত কয়েকটি মূলনীতি এ-গুলোর মধ্যে নেই।

২. কুরআন গবেষণার বিষয়ে চালু থাকা কথা

এবার চলুন কুরআন গবেষণার বিষয়ে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে চালু থাকা কথা জানা যাক–

গ্রন্থ-১

হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে খালিস তাকলীদের (অন্ধ-অনুসরণ) যুগের সূচনা হয়। এ যুগে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া প্রায় থেমে যায়। ফলে উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষ সকলেই তাকলীদ করতে আরম্ভ করে।

এমনকি মাস'আলার ব্যাখ্যা ও অনুশীলনেরও এখন খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। কেননা, ৪র্থ যুগ ও ৫ম যুগের (তৃতীয় হি. শতক থেকে ষষ্ঠ হি. শতকের শেষ পর্যন্ত) ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র বা ইসলামী আইনশাস্ত্র তৈরি করে গেছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে।

আমাদের চোখে সমস্যা যত নতুন বলেই দৃষ্ট হোক না কেন তার সমাধান ফুকাহে কিরামের কিতাবসমূহে রয়েছে। সেখানে হয় ঐ সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধান রয়েছে অথবা তা সমাধানের মূলনীতি উল্লিখিত আছে। সে যুগের (ষষ্ঠ হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ) কিতাবসমূহে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা বাস্তবে এখনো ঘটেনি।

সেখানে এত খুঁটিনাটি সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা এখন অলীক বা কল্পনা বলে মনে হয়। তবে কালের বিবর্তনে হয়তো কোনো এক সময়ে সেগুলোর উদ্ভব হবে। তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাবেই পাওয়া যাবে। নতুন ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না।

বস্তুত এটি হচ্ছে ইসলামের মু'জিজা বা শান যা (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)- নিশ্চয় আমরাই যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর সংরক্ষণকারী (সুরা হিজর/১৫ : ৯) ঘোষণার বাস্তব প্রতিফলন। **অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা।**

হ্যাঁ, যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ্য সে যুগের কিতাবসমূহে নেই এবং সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দরজা চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই। **তবে তা মাযহাব চতুষ্টয়ের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতেই করতে হবে।** মোদ্দা কথা হলো– ইসলামে যেমন ইজতিহাদের দ্বার অবরুদ্ধ নয় তেমনি বল্গাহীন ইজতিহাদেরও কোনো সুযোগ নেই।

এ যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমই দরজায়ে ইজতিহাদে (গবেষণা করার মানে) পৌঁছেছিল। তবে তা ছিল এ যুগের প্রথমার্ধের দিকে। যেমন– আল্লামা কামাল ইব্ন হুমাম (রহ.), আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহ.), আল্লামা ইব্ন তায়মিয়া (রহ.), আল্লামা ইব্ন কায়্যিম (রহ.) প্রমুখ।

(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯; প্রকাশক- ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

লেখক মণ্ডলী–

১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী
২. মাওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
৩. ড. মাওলানা মহফুজুর রহমান
৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম
৫. মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা।
৬. মাওলানা যাইনুল আবেদীন
৭. মাওলানা কাজী আবু হোরয়া
৮. ড. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হক
৯. ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ
১০. মোঃ এবদুল্লাহ।

সম্পাদক মণ্ডলী–

১. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান
২. মাওলানা যাইনুল আবেদীন
৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী
৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম
৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবু সুফিয়ান যাকী।

গ্রন্থ-২

১ম ও ২য় যুগের মুজতাহিদগণ (গবেষকগণ) এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন যাহাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যারই সমাধান রহিয়াছে। ... ... অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা/কিয়াস) করার অর্থ জ্ঞাত বিষয়কে জানার চেষ্টা করিয়া সময় ও শক্তির অপচয় ব্যতীত অন্যকিছু হইবে না।

(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনর্মুদ্রণ, মে ২০০৫ ইং, পৃষ্ঠা-৫২, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)
মূল লেখক : বোরহান উদ্দিন আল মারগানানী (৫১১ হি.- ৫৯৩ হি.)।

গ্রন্থ-৩ ও ৪

৭ম স্তরের (ইমাম বুখারী, আওযায়ী, সাওরী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের চেয়ে নিম্ন মানের) আলেমগণের মাসয়ালার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নাই। ভালো-মন্দের পার্থক্য করার মত যোগ্যতা তাঁদের নাই। তাঁহারা শুধু মাসয়ালা শিক্ষা করিয়া থাকেন। (কুরআন, হাদীস গবেষণা করে) ফতোয়া (সিদ্ধান্ত) দেওয়া তাদের জন্য জায়েয নাই। তাঁহারা শুধু (প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্র মুখস্থ করে) ইতিহাসের মতো মাসয়ালা বর্ণনা করিতে পারিবেন।

(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনর্মুদ্রণ, মে ২০০৫ ইং, পৃষ্ঠা-৫২, ফাজিল ক্লাসের পাঠ্য বই এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, পৃ-২৩)

সম্মিলিত শিক্ষা : ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন এবং ইসলামী শিক্ষার চালু থাকা গ্রন্থগুলোর তথ্য থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের শেষ হতে মৌলিক গবেষণা সময় শক্তির অপচয় তথা হারাম।

** কুরআন ব্যাখ্যার প্রচলিত মূলনীতি এবং কুরআন ও হাদীস নিয়ে গবেষণার বিষয়ে চালু থাকা উল্লিখিতসহ আরও অনেক কথাই হলো আল্লাহর ইচ্ছাসহ ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে মারাত্মক অসতর্ক কথা মুসলিম বিশ্বে চালু হওয়া ও থাকার মূল কারণ।

কুরআন জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যার কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন উদ্ভাবিত (Discovered) মূলনীতি

কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য থেকে কুরআন জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যার যে ৯টি মূলনীতি কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন উদ্ভাবন করেছে সেগুলো–

১. খুব সহজ।
২. মনে রাখা ও প্রয়োগ করা সহজ।
৩. প্রয়োগ করলে ভুল ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।
৪. ১ নম্বরটিসহ কয়েকটি উল্লিখিত তালিকায় নেই।
৫. ১ নম্বরটিসহ কয়েকটির বিপরীত তথ্য উল্লিখিত তালিকায় আছে।

মূলনীতি ৯টি হলো–

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই।
২. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৩. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৪. কুরআনের বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান বা অন্য যাই হোক না কেন।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা ও কুরআন ব্যাখ্যার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত (সঠিক) তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. আল কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া কোনো আয়াত নেই। অর্থাৎ কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা ক্ষেত্র বিশেষ চালু আছে।
৮. যে বিষয় কুরআনে নেই সেটি ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয় নয়।
৯. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ, অন্য ৮টি মূলনীতি এবং কুরআনের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যার মধ্যে সম্পর্ক–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআন সরাসরি অধ্যয়ন করে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ জ্ঞানার্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত অন্য ৮টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত অন্য ৮টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত অন্য ৮টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫
কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বুঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত অন্য ৮টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

** আমাদের জানা মতে কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বুঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারার মতো কোনো ব্যক্তি বর্তমান মুসলিম বিশ্বে নেই। মুসলিম বিশ্বকে এ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ তৈরি করার জন্য তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার করতে হবে।

শেষ কথা

কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য বার উল্লিখিত একটি তথ্য হলো– আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি বা অদেশে মহাবিশ্বের সকল কিছু সংঘটিত হয়। এ তথ্য নিয়ে নিজ মনে বা অপরের প্রশ্নবাণে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা অশান্তিতে পড়তে হয় তা নিরসনে পুস্তিকাটি ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এভাবে যদি আমরা আবার কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে গবেষণা শুরু করতে ও কিয়ামত পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারি তবে একদিকে কুরআন-সুন্নাহর ওপর মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকবে। অন্যদিকে মুসলিম জাতি ও মানবতার মহা কল্যাণ হবে। আল্লাহ মুসলিম জাতিকে এ তৌফিক ও সওগাত দান করুন। আমিন!

ভুল-ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। গঠনমূলকভাবে তা শুধরিয়ে দিলে আমরা সকলে কল্যাণপ্রাপ্ত হবো। আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড
৪. শতবার্তা
(পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৫. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৬. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

- **অনলাইনে অর্ডার করতে : www.shop.qrfbd.org**

- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়–

❖ **ঢাকা**

- **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
  মোবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৬
- **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা),
  সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা : ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- **প্রফেসর'স বুক কর্তার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
  মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

- **সানজানা লাইব্রেরী**, ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মোবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা, মোবা : ০১৭১১২৬২৫৯৬
- **আল ফারুক লাইব্রেরী**, হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, মোবা : ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- **মিল্লাত লাইব্রেরী**, তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর মোবাইল : ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ, মোবা : ০১৯১৫০১৯০৫৬
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা : ০১৭২৮১১২২০০
- **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- Good World **লাইব্রেরী**, ৪০৭/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯ মোবাইল : ০১৮৪৫১৬৩৮৭৫
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
- **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স,** কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬
- **কাটাবন বইঘর,** কাটাবন মোড় , মসজিদ মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আল-মারুফ পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫৭৫৩৮৬০৩, ০১৯৭১৮১৪১৬৪
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **আল-মদীনা লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫৩৭১৬১৬৮৫
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **আল-ফাতাহ লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৮৯৫২০৪৮৪
- **আলম বুকস,** শাহ জালাল র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৬০৬৮৪৪৭৬

- **কলরব প্রকাশনী**, ৩৪, উত্তরবুক হল রোড, ২য় তলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২
- **ফাইভ স্টার লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী**, ৩১৪ মীর হাজিরবাগ, মিল্লাত মাদ্রাসা গেট, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১২০৪২৩৮০
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** ওয়ারলেছ মোড়, বড়ো মগবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২
- **দারুত তাজকিয়া,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫৩১২০৩১২৮, ০১৭১২৬০৪০৭০
- **মাকতাবাতুল আইমান,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১৮৮৫৫৬৯৭
- **আস-সাইদ পাবলিকেশন**, পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৭৯৬৩৭৬০৫

❖ **চট্টগ্রাম**

- **আজাদ বুকস্,** ১৯, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- **ফয়েজ বুকস,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৪৪৬৬৭৭২
- **আমিন বুকস সোসাইটি,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৯১৯২২৪৭৭৮
- **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৭১৬২৬৭২২৪
- **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** স্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া,** মিজান রোড, ফেনী মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **ফয়জিয়া লাইব্রেরী,** সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯
- **মোহাম্মাদিয়া লাইব্রেরী,** নতুন বাজার, চাঁদপুর, মোবা : ০১৮১৩৫১১১৯৪

❖ রাজশাহী

- ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাহেব বাজার, রাজশাহী
  মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** বড়ো মসজিদ লেন, বগুড়া,
  মোবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
  মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ০১৭৯৩-২০৩৬৫২

❖ খুলনা

- **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা,
  মোবাইল : ০১৭১১২১৭২৮৮
- **হেলাল বুক ডিপো,** ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- **এটসেটরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ।
  মোবাইল : ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- **আরাফাত লাইব্রেরী,** মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮
- **আশরাফিয়া লাইব্রেরী,** এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট,
  মাগুরা। মোবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪

❖ সিলেট

- **সুলতানিয়া লাইব্রেরী,** টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, ০১৭৮০৮৩১২০৯
- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ
  মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- **কুদরতিয়া লাইব্রেরী,** সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার,
  মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৬৭৪৯৮০০
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮